তুমি ফিরবে বলে

জাকারিয়া মাসুদ

তুমি ফিরবে বলে

লেখক

জাকারিয়া মাসুদ

সম্পাদনা

আসিফ আদনান

সমর্পণ
প্রকাশন

Short pdf

ভালো লাগলে বইটির হার্ড কপি ক্রয় করুন।

সূচিপত্র

১. ফাগুনহাওয়া বয়ে যাক তোমার পরানে

২. জীবনটা কি এসবের জন্যেই?

৩. জীবন্ত কিংবদন্তির উপাখ্যান

৪. Come on my brother, let us pray

৫. কাছে আসার সাহসী গল্প

৬. চমকানো মেঘ যেন চমকায় অবিরাম

৭. আঁধার ছাড়ায়ে যাব হারায়ে সঙ্গে তোমায় লয়ে

৮. তবুও অনেক দেরি হয়ে যাবে

৯. মুশরিকরাও যাকে সত্যভাষী বলে মেনে নিয়েছিল

১০. স্বাধীনতার সুখ

১১. প্রবঞ্চনা কোরো না নিজের সাথে

১২. চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে

১৩. সময়ের ভ্রান্তিতে টলো না, লড়াইটা কখনোই ভুলো না

১৪. তুমি ফিরবে বলে...

অধ্যায়

২

জীবনটা কি এসবের জন্যেই?

দুনিয়ার মোহে পড়ো যদি ভাই পরকালকে ভুলি
রহমতের কোমল পরশ দয়াময় নেবেন তুলি
অনেক কিছু পাইনি আমি—এ সুর বাজবে প্রতিটা ক্ষণ
বেদনার হাওয়া করিবে ধাওয়া প্রাণপিঞ্জরে আমরণ
করুণাময় যদি বিস্মৃত হন তোমার সকল কাজে
বোশেখী ঝড় উঠবে জেগে জীবনবীণার মাঝে
তাই, হাত বাড়ায়ে কান্না জড়ায়ে তাঁকে ডাকো রজনিশেষে
জীবন তব উজলিত হোক বিধাতার আলোকপরশে

ছোটোবেলায় তুমি কোন কোন জিনিসের জন্যে বায়না ধরতে, মনে আছে?

তুমি বায়না ধরতে মেলা থেকে একটি ছোট্ট পুতুল কেনার জন্যে। সেই লাল টুকটুকে মিষ্টি পুতুল, যেটি কোলে নিয়ে তুমি ঘুমোবে; কিংবা রিমোট কন্ট্রোল একটি খেলনা গাড়ির জন্যে, যেটি তোমার হাতের পরশে দিগ্‌বিদিক ছুটোছুটি করবে; নয়তো রাস্তার মোড়ের কিছু রঙিন বেলুনের জন্যে, যেগুলো তোমায় নিয়ে উড়ে যাবে আকাশ পানে। এখন তো অনেক বড়ো হয়েছ। ভালো-মন্দ বুঝতে শিখেছ। ছোটোকালে খেলনা গাড়ি দিয়ে ভুলানো গেলেও, এখন আইপ্যাড কিংবা গ্যালাক্সিতেও কাজ হয় না। কোর আই-সেভেনের ল্যাপটপও হাতে এসেছে কদিন আগে। Gucci, Lacoste, Polo কিংবা Artistry-এর পোশাক তো ডাল-ভাতের মতো হয়ে গেছে। বন্ধুদের নিয়ে কেএফসি-তে আড্ডাটা ভালোই জমে তোমার। বিকেলের পড়ন্ত হাওয়ায় সিগারেটের ধোঁয়া যখন আকাশের দিকে ছাড়ো—তখন নিজেকে বড্ড ম্যাচিউর মনে হয়, তাই না?

আজকাল সবাই তোমাকে কুল বলে, হ্যান্ডসাম বলে। তোমার নাম ভাঙিয়ে বিল না দিয়েও খাবার খায় অনেকেই। লোকজন তোমাকে বেশ সমীহ করে চলে। রাস্তা ছেড়ে দেয় দেখলে। ছোটোরা 'ভাই ভাই' বলে সালাম হাঁকে দূর থেকে। এফবিতে তোমার ফলোয়ার তো কয়েক হাজার। 'গর্জিয়াস' একটা গার্লফ্রেন্ডও আছে তোমার। তাকে নিয়ে সেলফি আপলোড করার সাথে সাথে লাইকের বন্যা বয়ে যায়। কমেন্ট বক্সটা ভরে যায় ওয়াও, অসাম, নাইস, ওএমজি-দিয়ে।

আচ্ছা, এর বাইরে তুমি কী চাও?

বলো তো, তুমি আর কী কী চাও?

একটা লেইটেস্ট মডেলের গাড়ি আর বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, না-কি অ্যাপল-এর মতো

একটি কোম্পানি?

সত্যি করে বলো তো, এগুলোই কি তোমার শেষ চাওয়া?

এগুলো পেলেই কি তুমি তৃপ্ত হবে?

এর বাইরে কি আর কিছু পেতে চাইবে না?

> "আদম-সন্তানের যদি এক উপত্যকা ভর্তি স্বর্ণ থাকে, তবে অবশ্যই আরেকটি (উপত্যকা ভরা) স্বর্ণ চাইবে। মাটি ছাড়া আর কিছুই তার মুখ ভর্তি করতে পারবে না।"[১]

কথাটা কি একটু শক্ত মনে হলো?

হ্যাঁ, হতে পারে। কিন্তু ভেবে দেখো, তিনি ﷺ যা বলেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। আজ যদি তোমাকে বিল গেটস্ কিংবা ওয়ারেন বাফেটও বানিয়ে দেওয়া হয়, তবুও সন্তুষ্ট হবে না তুমি। তোমাকে যদি অ্যাপল কিংবা টাটার এমডি বানিয়ে দেওয়া হয়, তবুও তোমার হৃদয় তৃপ্ত হবে না। আরও পেতে চাইবে। কেন জানো? কারণ তুমি কী কী পাওনি—সারাদিন এর হিসেব নিয়েই ব্যস্ত থাকো। কে কে তোমার চেয়ে এগিয়ে আছে, দিনভর এ নিয়েই জল্পনাকল্পনা করো। তোমার ক্লোজ ফ্রেন্ড কোন কোন দিকে তোমায় ছাড়িয়ে গেছে, সে চিন্তা বিভোর করে ফেলে তোমাকে।

কখনও কি যমুনা পাড়ের আশি বছরের বৃদ্ধার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলে? ওই বৃদ্ধার দিকে, যে দু-মুঠো ভাতের জন্যে লাঠি হাতে ভিক্ষে করে মানুষের দুয়োরে দুয়োর? কিংবা কারওয়ান বাজারের ওই ছেলেটার দিকে, যে স্লেট পেন্সিলের বদলে চটের বস্তা হাতে পলিথিন কুড়োয় দু-বেলা খাওয়ার জন্যে? অথবা দিনাজপুরের সেই দিনমজুরের দিকে, যে থ্যালাসিমিয়ায় আক্রান্ত সন্তানের চিকিৎসার খরচ জোগাতে না পেরে ডুকরে ডুকরে কাঁদে?

হয়তো দাওনি। দিলে বুঝতে পারতে কতটা সুখের সাগরে তুমি হাবুডুবু খাচ্ছ।

আজ তো প্রত্যেকেই যা আছে, তার চেয়ে এক ধাপ বেশি পাওয়াকে ন্যায্য পাওনা মনে করে। যে ফকিরটা দু-বেলা খেতে পায়, সে কেন তিন বেলা খেতে পায় না—এ নিয়ে ভাগ্যকে দোষারোপ করে। যে গ্যালাক্সি চালায়, সে কেন আইপ্যাড কিনতে পারে না—এটা নিয়ে যেন আফসোসের সীমা নেই তার। যে পালসার চালায়, সে কেন

১. তিরমিযি, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা, আস-সুনান, অধ্যায় : সংসারের প্রতি অনাসক্তি, হাদীস : ২৩৪০।

প্রাডো কিনতে পারে না—এ নিয়ে নিয়ত তার মাথাব্যথা বেড়েই চলছে।

এটা কি শয়তানের ফাঁদ নয়?

এই ফাঁদ কি বান্দাকে আল্লাহর নিয়ামাত সম্পর্কে গাফিল করে দেয় না?

> "তোমাদের তুলনায় নিম্ন স্তরের লোকদের প্রতি দৃষ্টি দাও। তোমাদের তুলনায় উঁচু স্তরের লোকদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ো না। কেননা আল্লাহর নিয়ামাতকে তুচ্ছ মনে করার এটাই উত্তম পন্থা।"[২]

তোমার ওপর দরিদ্রতা নেমে আসবে, এই ভয়ে ভীত থাকো তুমি। অথচ আল্লাহ ﷻ উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্যে পৃথিবীকে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। প্রশস্ত করে দিয়েছেন রিযিককে। না চাইলেও তোমার জন্যে নির্ধারিত অংশ তুমি পাবে। তাই তো উম্মাহর রিযিকের ব্যাপারটা নিয়ে রাসূল ﷺ ভীত হননি। তিনি কোন জিনিসটার ভয় করেছিলেন জানো?

> "আল্লাহর কসম! তোমাদের ওপর দরিদ্রতা আসবে আমি এ ভয় করি না। আমি তোমাদের জন্যে এ ভয় করি যে, যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর দুনিয়া প্রশস্ত হয়ে গিয়েছিল, সেভাবে তোমাদের জন্যেও দুনিয়া প্রশস্ত হয়ে যাবে। এরপর তোমরা তেমনই প্রতিযোগিতা করবে, যেমন করে তারা প্রতিযোগিতা করেছিল। আর (এ প্রতিযোগিতা) তোমাদেরকে সেভাবে ধ্বংস করে দেবে, যেভাবে তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিল।"[৩]

তুমি যদি দুনিয়ার চাকচিক্যই কামনা করো, তবে আল্লাহ ﷻ তোমায় প্রাচুর্য দেবেন। তুমি সপ্তাহ ধরে সেন্ট মার্টিন কাঁপিয়ে বেড়াবে। লং ড্রাইভে হারিয়ে যাবে সুন্দরী গার্লফ্রেন্ডকে সাথে নিয়ে। টাকার পাহাড় জমবে তোমার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে... অসম্ভব না, এগুলো হতেই পারে। কাফিরও যদি পরিশ্রম করে, তো সে তার বদলা পায়।

কিন্তু জীবনটা কি এসবের জন্যেই?

সব সময় আনন্দের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকার জন্যেই কি দুনিয়াতে আসা?

বন্ধু-আড্ডা-গান নিয়ে মেতে থাকাটাই কি জীবনের সার্থকতা?

---

২. মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, আস-সহীহ, অধ্যায় : দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, হাদীস : ৭১৬১।
৩. মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, আস-সহীহ, অধ্যায় : দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, হাদীস : ৭১৫৬।

নামিদামি ব্র্যান্ডের পোশাক ব্যবহার করে দম্ভভরে চলাটাই কি সফলতা?

> "অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে একটি শ্রেণীর বিকাশ ঘটবে, যারা প্রাচুর্যের মধ্যে জন্ম নিবে এবং তাতেই পরিপুষ্টি লাভ করবে। তাদের সকল প্রচেষ্টার লক্ষ্য হবে রকমারি খাবার ও রঙ-বেরঙের পোশাক লাভ করা। ওরা কথা বলবে দম্ভভরে। ওরা হলো আমার উম্মাতের নিকৃষ্ট অংশ।"[৪]

একটু অনেস্টলি বলো তো, একটি বারের জন্যেও কি জীবনের উদ্দেশ্য তালাশ করেছ?

কেন এ ধরায় এসেছ, কেন সৃষ্টি হয়েছ মানুষ হিসেবে, কী উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে তোমায় শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ঘোষণা করা হয়েছে—এগুলোর উত্তর কখনও খুঁজেছ?

> "আমার ইবাদাত করার উদ্দেশ্যেই আমি জিন ও মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করেছি।"[৫]

ভাই আমার! জীবনকে স্পাইসি করে তোলার সব আয়োজনই বৃথা, যদি আমরা না জানি আমাদের উদ্দেশ্য কী। জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যদি কেউ আইডেন্টিফাই না করতে পারে, তা হলে দুনিয়াটায় আসাটা তার জন্যে মূল্যহীন। আর যদি মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়ে কেউ এমনটা করে, তবে তার জীবনটা তো ষোলো আনাই মূল্যহীন। ওর জীবন আর পদ্মার পাড়ের মোটাতাজা গরুটার জীবনের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। ওই গরুটা Voracious Animal, আর সে Voracious Human—পার্থক্য সর্বোচ্চ এতটুকুই।

এসব নীতিকথা বলে লাভ নেই—তাই তো বলবে তুমি?

আমি জানি, এগুলো এখন আর তোমায় টানে না। ধর্মের বিধিবিধান তো অনেক আগ থেকেই সেকেলে মনে করো তুমি। ঈদের সালাত ছাড়া বাদবাকি সালাতের কোনো খোঁজই রাখো না। এমনকি এও জানো না—তাওহীদ কাকে বলে, যাওয়া সুন্নাহ কাকে বলে, তোমার ওপর স্রষ্টার কাছ থেকে অর্পণ করা কী কী দায়িত্ব আছে? জানতে ইচ্ছেও করে না হয়তো...

দুনিয়ার চাকচিক্য আর ক্যারিয়ারের মোহ অন্ধ করে দিয়েছে তোমাকে। তাই তো তুচ্ছ

৪. আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাব আয-যুহদ (অনুবাদ : রাসূলের চোখে দুনিয়া), পৃষ্ঠা : ১০৪-১০৬।
৫. সূরা আয-যারিয়াত, (৫১) : ৫৬ আয়াত।

মনে করছ আল্লাহর বিধিবিধানকে। ব্যাকডেইটেট মন হচ্ছে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে। দ্বীন হয়ে গেছে খেল-তামাশার বস্তু। কুরআনের বদলে গানেই বেশি তৃপ্তি পাচ্ছ তুমি। সত্যিই, দুনিয়া তোমাকে ভালোই প্রতারিত করেছে!

> "তারা তাদের দ্বীনকে খেলা-তামাশার বস্তু বানিয়েছিল, আর দুনিয়ার জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছিল।"[৬]

কথাটা কেমন জানি একটু নকড়াছকড়া টাইপ হয়ে গেল, তাই না?

হ্যাঁ, হতে পারে। কিন্তু চিন্তা করলে যে তুমিও আমার সাথে একমত হবে।

আচ্ছা, একটা জিজ্ঞাসা—যে দুনিয়ার সাথে নিজেকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধার জন্যে তোমার রবকে ভুলে যাচ্ছ; তুমি কি জানো, এ দুনিয়ার গুরুত্ব কতটুকু?

> "দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই না। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের জন্যে পরকালের জীবনই অধিক কল্যাণময়। তবুও কি তোমাদের বোধোদয় হবে না?"[৭]

যিনি দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন, তিনি নিজেই বলেছেন—দুনিয়া মূল্যহীন। নিছক খেলনার মতো। এটাই বাস্তবতা। কিন্তু বাস্তবতা তো তুমি বুঝতে চাও না। বুঝবে কী করে বলো, আল্লাহর কোনো কথার গুরুত্বই দাও না তুমি। গুরুত্ব দাও বা না দাও, সে তোমার ব্যাপার। কিন্তু মহামহিম আল্লাহর কাছে এ দুনিয়ার কোনো মূল্য নেই। এটি নিতান্তই তুচ্ছ এক সৃষ্টি।

> "এই দুনিয়া যদি আল্লাহর কাছে একটি মশার ডানার সমানও মূল্য রাখত, তবে তিনি এ (দুনিয়া) থেকে কোনো অবিশ্বাসীকে এক ঢোক পানিও পান করতে দিতেন না।"[৮]

কথাগুলো শুনে কি বিরক্তি বোধ করছ?

আসলে আমি তো কথাসাহিত্যিক নই, তাই হয়তো সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলতে পারছি না। তবুও একটু ধৈর্য ধরে শুনেই দেখো না। আজেবাজে মুভি দেখেও তো অনেক

৬. সূরা আল-আরাফ, (০৭) : ৫১ আয়াত।

৭. সূরা আল-আনআম, (০৬) : ৩২ আয়াত।

৮. তিরমিযি, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা, আস-সুনান, অধ্যায় : সংসারের প্রতি অনাসক্তি, হাদীস : ২৩২৩; আলবানি, মুহাম্মাদ নাসীরুদ্দীন, আস-সহীহাহ , হাদীস : ৯৪০।

সময় পার করো। আজ না হয় কিছুটা সময় আমার সাথে নষ্ট করলে।

একবার কী হয়েছিল জানো?

তোমার রাসূল ﷺ একবার মদীনার এক বাজার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তাঁর সাথে সাহাবিরাও ছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা একটি বাজারের কাছে পৌঁছুলেন। বাজারের ধারেই পড়েছিল একটি মৃত বকরির বাচ্চা, যেটার কান ছিল বেশ ছোটো। তো রাসূল ﷺ সে বাচ্চাটির কান ধরে বললেন, 'তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের বিনিময়েও এটা নিতে আগ্রহী হবে?'

সাহাবিরা বললেন, 'আল্লাহর শপথ! কোনো কিছুর বিনিময়েও তো আমরা এটা নিতে আগ্রহী নই। এই মৃত বাচ্চা দিয়ে আমরা কী করব।'

রাসূল ﷺ বললেন, '(বিনে পয়সায়) তোমরা কি এটা নিতে আগ্রহী?'

সাহাবিরা বললেন, 'এর কান তো খুবই ছোটো। এটা যদি জীবিত থাকত, তবুও আমরা নিতাম না, আর এখন তো এটা মৃত। কীভাবে আমরা তা নিতে পারি?'

তাঁদের উত্তর শুনে রাসূল ﷺ বললেন, 'আল্লাহর শপথ! এটা তোমাদের কাছে যতটা তুচ্ছ, আল্লাহর কাছে এ দুনিয়া তার চেয়েও তুচ্ছ।'[৯]

দ্যাটস্ দ্যা রিয়েলিটি। এটাই হচ্ছে দুনিয়া, যার পেছনে দিমরাত তুমি হন্যে হয়ে ছুটছ। যার জন্যে জীবনকে কয়লা করে ফেলছ। যার পেছনে ব্যয় করছ যৌবনের দামি সময়গুলোকে। ইবনু কায়্যিম ﷺ দুনিয়ার প্রকৃত চিত্র নিয়ে খুব সুন্দর কিছু কথা বলেছেন :

> "দুনিয়া হলো পতিতা নারীর মতো, যে একজন স্বামীর সাথে স্থির থাকে না বরং একাধিক স্বামী তালাশ করে—তাদের সাথে আরও বেশি ভালো থাকার আশায়। ফলে সে বহুগামিনী হওয়া ব্যতীত সন্তুষ্ট থাকে না। দুনিয়ার পেছনে ঘোরা হলো হিংস্র জানোয়ারের চারণভূমিতে বিচরণ করার মতো। এতে সাঁতার কাটা মানে কুমিরের পুকুরে সাঁতার কাটার মতো। দুনিয়ার দ্বারা আনন্দিত হওয়া মানে হলো নিশ্চিত দুশ্চিন্তায় পতিত হওয়া। দুনিয়ার ব্যথা-বেদনাগুলো এর স্বাদ থেকেই সৃষ্টি হয়। এর দুঃখ-কষ্টগুলো এর আনন্দ থেকেই জন্ম নেয়।"[১০]

৯. মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, আস-সহীহ, অধ্যায় : দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি, হাদীস : ৭১৫০।
১০. ইবনু কায়্যিম, মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর, মুখতাসার আল-ফাওয়ায়েদ, পৃষ্ঠা : ৩২।

আজ যে লোকটি টাখনুর ওপরে কাপড় রেখে বাইরে বেরোয়, তাকে দেখলে তোমার খুব হাসি পায়। মনে মনে ভাবো—'বর্ষার কোনো নাম-গন্ধ নেই, অথচ লোকটি পাজামা কোথায় তুলেছে। ছি! দেখতে কেমন অড লাগে।' তোমার যে ফ্রেন্ড বড়ো দাড়ি রেখেছে, কেমন জানি বিরক্তি ভাব জন্ম নেয় তাকে দেখলে। মাঝে মধ্যে তো মুখ ফুটে বলেই ফেলো—'এসব কী জঙ্গল রেখেছিস? যাক না আর কটা দিন। বুড়ো হ, তারপর না হয় এসব করিস।' আর হুজুরদের তো তুমি আনকালচার্ড, গেঁয়ো বলে দিনরাত গালি দাও। মনে মনে এদের সবাইকেই Loser মনে করো।

তোমার দেখা ওই লোকটি, দাড়ি রাখা বন্ধুটি, কিংবা তুমি যাকে গালি দাও সেই হুজুরটিকে আপাতদৃষ্টিতে লুযার মনে হতে পারে।

তুমি দুনিয়ার চাকচিক্য চেয়েছ, আল্লাহ ﷻ তোমাকে সেইটেই দিয়েছেন। যেমনটা ফিরআউন রাজত্ব চেয়েছিল আল্লাহ ﷻ গোটা দুনিয়ার রাজত্ব দান করেছিলেন তাকে। আজ তুমি যাদের নিয়ে ট্রল করো, ওরা দুনিয়ায় রাজত্ব চায়নি। যাদের লুযার বলো, তারা অন্ধ হয়ে যায়নি ক্যারিয়ারের মোহে। তাই হয়তো ওদের গায়ে Gucci, Lacoste, Polo, Artistry কিংবা Adidas-এর ড্রেস নেই। DKNY Golden, Baccart, Shalini, Annick Goutal, কিংবা Caron Poivre পারফিউমও ব্যবহার করার সামর্থ্য তাদের হয় না। হয়তো হারাম থেকে বাঁচতে গিয়ে কিছুটা আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে ওরা। কিন্তু তবুও তারা লুযার নয়। সত্যিকার অর্থে লুযার কারা জানো?

> "বলো, আমি কি তোমাদের ওই সব লোকের সংবাদ দেবো, যারা কর্মের দিক থেকে খুবই ক্ষতিগ্রস্ত (লুযার)? তারা হলো সেসব লোক—দুনিয়ার জীবনে যাদের চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে, আর তারা মনে করছে যে তারা ঠিক কাজটিই করেছে।"[১১]

কবরের জীবনে ওরা সালাত-সাওম-জিহাদ-যিকির-তিলাওয়াত-সহ অনেক কিছু নিয়ে যাবে। কিন্তু তুমি?

তুমি কী নেবে বলো?

সখের গিটার, রেভেন-এর ব্ল্যাক সানগ্লাস, পার্পল কালারের প্রিয় শার্ট, সদ্য কেনা লটোর লোফার, অ্যাপলের পিসি, রোলেক্স-এর নতুন রিলিজ হওয়া ঘড়ি, কিউট

১১. সূরা আল-কাহাফ, (১৮) : ১০৩-১০৪ আয়াত।

গার্লফ্রেন্ড—এগুলো? এগুলো কি সাথে নিতে পারবে? একদিন চোখ খুলে দেখবে ওরাই তোমার চেয়ে বড়ো প্রতিদান পেয়েছে। আর এত বিলাসিতার মধ্যে থেকেও তুমি শূন্য হাতে দৌড়চ্ছ মাঠের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। পাশে কেউ নেই। আগুন ছাড়া কোনো সঙ্গী নেই তোমার।

সত্যিকার লুযার তো তুমি।

> "যারা এ দুনিয়ার জীবন ও তার চাকচিক্য কামনা করে, আমি তাদের কৃতকর্মের ফল দুনিয়াতেই দিয়ে দিই। আর তাদের জন্যে কিছুই কম করা হয় না। তারা এমন লোক যে, আখিরাতে আগুন ছাড়া তাদের জন্যে কিছুই নেই। আর তাদের যাবতীয় কাজকর্ম বিফল হবে।"[১২]

ধরো, প্রাইভেট ভার্সিটিতে লাখ লাখ টাকা খরচ করে তুমি অনার্স কমপ্লিট করলে। কিন্তু অনার্স শেষে দেখলে তোমার সাবজেক্টের আদৌ কোনো চাহিদা নেই; কিংবা সারা বছর ধরে যে-শেয়ারের পেছনে কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট করলে, বছর শেষে দেখলে তার বাজারমূল্যে ধ্বস নেমেছে; অথবা রাতের-পর-রাত জেগে ফাইনাল পরীক্ষার জন্যে মজবুত প্রস্তুতি নেওয়ার পর হলে গিয়ে দেখলে যে তুমি ভুল পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছিলে—তখন তোমার কেমন লাগবে?

আমি যদি বলি—তুমি যে পথে হাঁটছ, সে পথটাও ঠিক তেমন; জাহান্নাম ছাড়া যার কোনো প্রতিদান নেই, তখন কেমন লাগবে? তুমি যা-কিছুকে কল্যাণকর মনে করছ, সেগুলো আদৌ কল্যাণকর নয়। হয়তো আজ ভালো প্রফেশনকে সফলতা মনে হচ্ছে। স্মার্টনেস মনে হচ্ছে গিটার হাতে ললনাদের দেখিয়ে র‍্যাপ সং গাওয়াকে। কিউট গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে স্পিডে বাইক চালানোকেই সাক্সেস মনে হচ্ছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এগুলো কোনো সফলতাই নয়। সফলতা কাকে বলে জানো?

> "মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের জন্যে আল্লাহ এমন জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন, যার তলদেশে ঝর্ণা প্রবাহিত থাকবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর (ওয়াদা দিয়েছেন) উত্তম বাসস্থানের, ওই স্থায়ী জান্নাতে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হলো (তাদের জন্যে) সবচেয়ে বড়ো নিয়ামাত। এটাই হলো মহা-সাফল্য (Greatest Success)।"[১৩]

---

১২. সূরা হুদ, (১১) : ১৫ আয়াত।

১৩. সূরা আত-তাওবা, (০৯) : ৭২ আয়াত।

হ্যাঁ, এটাই Greatest Success. সত্যিকারের সফলতা। সত্যিকার সাক্সেস হলো জান্নাত। সেদিন যাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে-ই সফল। তাই সতর্ক হও। আল্লাহর অবাধ্য হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াবি উন্নতি দান করা হচ্ছে বলে ধরাকে সরা জ্ঞান কোরো না। ভুলে যেয়ো না, এগুলো তোমার জন্যে টোপ মাত্র।

> "যখন তুমি দেখবে পাপাচার সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা কোনো ব্যক্তিকে পার্থিব জীবনে তার প্রিয় বস্তুগুলোকে দিচ্ছেন, তখন বুঝবে তা হলো তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্যে একটি টোপ মাত্র।"[১৪]

তোমার সব ইচ্ছে পূর্ণ হচ্ছে বলে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ো না। অনেক বিত্তশালী এখন রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়ায়। ভার্সিটির বহু প্রফেসর বৃদ্ধাশ্রমে একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় পার করে জীবনের শেষ দিনগুলো। এক সময়কার দাপুটে নেতারা পথেঘাটে সাগর কলা বিক্রি করে দু-টাকা উপার্জনের আশায়। এগুলো তো দুনিয়াতে কিছু নমুনা মাত্র, আর আখিরাতে!

> "যারা কুফরি করে তারা যেন কিছুতেই ধারণা না করে যে, আমি তাদের যে অবকাশ দিয়েছি তা তাদের জন্যে কল্যাণকর। আমি তো শুধু এ জন্যেই তাদের অবকাশ দিই—যেন তাদের পাপের পরিমাণ বেড়ে যায়। আর তাদের জন্যে তো আছে অপমানকর শাস্তি।"[১৫]

তুমি কি জানো না, এই চাকচিক্যের জীবনটা একদিন শেষ হয়ে যাবে? মাঝেমধ্যে তো ট্রল করে স্ট্যাটাস দাও—'একদিন চলেই যাবো আমরা সবাই, থাকবো না আমরা কেহ। শুধু মাটির বুকে পড়ে রবে দেহ।'

> "তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবে। যদিও তোমরা সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো।"[১৬]

হ্যাঁ, মৃত্যুটা এমনই বাস্তবতা; যে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে সবাইকেই। কী ছেলে কী বুড়ো, সবাই মোলাকাত কারবে মৃত্যুর সাথে। এমনকি যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, সেও। কেন জানি এ বাস্তবতাকে সব সময় এভয়েড করো তুমি। মৃত্যুর কথা বললেই পাশ কাটিয়ে যাও। আমি জানি না, কেন এমনটা করো। তুমি কি কখনও

১৪. আহমাদ ইবনু হাম্বল, কিতাব আয-যুহদ (অনুবাদ : রাসূলের চোখে দুনিয়া), পৃষ্ঠা : ৪৯-৫০।
১৫. সূরা আলি ইমরান, (০৩) : ১৭৮ আয়াত।
১৬. সূরা আন-নিসা, (০৪) : ৭৮ আয়াত।

এমন রাতের কথা চিন্তা করোনি, যার পরদিন সকালে তোমার মৃত্যু? নাকি এটাই মনে করো—তরুণরা অমর, আর বৃদ্ধরা মরণশীল?

তুমি কি দেখোনি তোমার বয়েসী কত যুবক এই দুনিয়া থেকে চলে গেছে তোমার আগেই? তোমার সামনেই তো জেলা স্কুলের ক্লাস সেভেনের বাচ্চাটা লিউকোমিয়ায় মারা গেল। এই তো গত পরশু অনার্স প্রথম বর্ষের ছেলেটা বন্ধুদের সাথে ভ্রমণ করার সময় কাটা পড়ল ট্রেনের নিচে। আজ বিকেলেও তো ২৩ বছরের যুবকের জানাজা হলো আমাদের মাসজিদে। এগুলো দেখার পরেও কি তোমার হুঁশ হবে না?

আসলে প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাই এগুলো মনেই আসে না তোমার!

> "প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে এসে উপস্থিত হও। (তোমরা যে ভুল ধারণায় ডুবে আছ) এটা মোটেই ঠিক নয়। শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। আবার বলি, এটা মোটেই ঠিক নয়; শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।"[১৭]

একদিন সুন্দর দেহটা মাটির সাথে মিশে যাবে। শেষ হয়ে যাবে বন্ধু-আড্ডা-গানের মেকি জগৎটা। পড়ে রবে তোমার শখের পারফিউম-স্যুট-গিটার-গার্লফ্রেন্ড, সব। সবকিছু। শুধু তুমি চলে যাবে। একা। যে মেয়েটার জন্যে যৌবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করছ, সেও সাথে যাবে না। যে বন্ধুদের সাথে তাস খেলে রাতের-পর-রাত পার করেছ, তারাও সাথে যাবে না।

কখনও কি এই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করেছ?

> "তিনটি জিনিস মৃত ব্যক্তিকে অনুসরণ করে থাকে। দুটো ফিরে আসে, আর একটি তার সাথে থেকে যায়। তার পরিবারবর্গ, তার মাল, তার আমল তাকে অনুসরণ করে। তার পরিবারবর্গ ও তার মাল ফিরে আসে, পক্ষান্তরে তার আমল তার সাথে থেকে যায়।"[১৮]

আজ যে হাতে আইফোন আছে, কাল সে হাত খালি থাকবে। যে পায়ে লটোর লোফার আছে, কাল সে পাও খালি থাকবে। খালি থাকবে Artistry-এর পোশাক পরা সিক্স

---

১৭. সূরা আত-তাকাসুর, (১০২) : ১-৩ আয়াত।

১৮. বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহীহ, অধ্যায় : কোমল হওয়া, হাদীস : ৬০৭০।

প্যাক শরীরটাও। রিক্ত হস্তেই তুমি সাক্ষাৎ করবে আল্লাহর সাথে।

> "নিশ্চয়ই তোমরা খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায় আল্লাহ তাআলার সাথে সাক্ষাৎ করবে।"[১৯]

আমি জানি না, তুমি কেনো এই বিষয়গুলো বুঝতে চাও না। আর কেনই-বা বুঝলেও মানতে চাও না। ভাই আমার! যা চাচ্ছ তা-ই পাচ্ছ বলে অহংকার কোরো না। ভুলে যেয়ো না—ফসলের সজীবতা কখনও চিরদিন থাকে না। একটা সময় তা খড়কুটো হয়ে উড়ে যায় বাতাসের সাথে। দুনিয়াটাও ঠিক তেমন, জাস্ট হোকাস পোকাস। ছু মন্তর ছু।

> "তোমরা জেনে রেখো, দুনিয়ার জীবন ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পাস্পরিক অহংকার-প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তানসন্ততিতে আধিক্য লাভের প্রতিযোগিতামাত্র। তার উদাহরণ হলো—বৃষ্টি, আর তা হতে উৎপন্ন শস্য—যা কৃষকের মনকে আনন্দে ভরে দেয়। তারপর তা পেকে যায়, তাই তুমি তাকে হলুদ বর্ণ দেখতে পাও। অবশেষে তা খড়-কুটোয় পরিণত হয়ে যায়। (অবিশ্বাসীদের জন্যে) পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং (নেককারদের জন্যে আছে) আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর দুনিয়ার জীবন তো ধোঁকার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।"[২০]

আর হ্যাঁ, আমাকে ভুল বুঝো না যেন। দুনিয়টা তুচ্ছ, তাই সব ছেড়ে-ছুড়ে দরবেশ হয়ে জঙ্গলে চলে যেতে হবে, এমনটা আমি বলছি না। জঙ্গলে চলে যাওয়া রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ না। সামাজিক জীবন যাপন করাটাই রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ। তুমি যদি বড়ো ব্যবসায়ী হতে চাও, হতে পারবে। জাস্ট পন্থাটা হালাল হতে হবে। মানুষের টাকা মেরে বড়োলোক হওয়া যাবে না। যদি নেতা হতে চাও, তো আল্লাহর বিধান অনুসারে উম্মাহর নেতা হতে পারবে। সমস্যা নেই কোনো। কিন্তু কোনো পদবি গ্রহণ করা যাবে না কারও মাথায় রিভালবার ঠেকিয়ে। তুমি প্রেম করতে চাও, করো; কে বাধা দিচ্ছে। কিন্তু নিজের স্ত্রী ছাড়া প্রেম-প্রেম খেলা খেলা যাবে না কোনো নারীর সাথে। আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না কোনো কাজেই।

> "সুতরাং যে সীমালঙ্ঘন করে আর দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দেয়, নিশ্চয়

১৯. বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহীহ, অধ্যায় : কোমল হওয়া, হাদীস : ৬০৮১।
২০. সূরা আল-হাদীদ, (৫৭) : ২০ আয়াত।

জাহান্নাম হবে তার আবাস্থল।"[২১]

তুমি আমার কথাগুলো এভয়েড করতে করতে পারো। এক কান দিয়ে শুনে বের করে দিতে পারো আরেক কান দিয়ে। কিন্তু একদিন ঠিকই উপলব্ধি করবে। একেবারে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে যাবে সুবোধ বালকের মতো। কিন্তু তোমার সে উপলব্ধি কোনো কাজে আসবে কি?

"সেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে। আর সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে। কিন্তু তার সে উপলব্ধি কোন উপকারে আসবে? সে বলবে, হায়! আমার এ জীবনের জন্যে যদি অগ্রিম কিছু পাঠাতাম!"[২২]

সেদিন সত্যকে উপলব্ধি করে কোনো লাভ হবে না। কীভাবে হবে বলো? যৌবন আর শক্তি যা ছিল, তার সবটাই তো গার্লফ্রেন্ড আর ধন-সম্পদ উপার্জনের পেছনে ব্যয় করেছ। তোমাকে দুনিয়াতে একটা লম্বা হায়াৎ দেওয়া হয়েছিল, সেটা শেষ করে দিয়েছ মাস্তি করে। পরকালের জন্যে তো কিছুই করোনি।

কত ওয়াক্ত সালাত তুমি মাসজিদে গিয়ে আদায় করেছ?

রমাদানের কতটা সিয়াম পালন করেছ নিষ্ঠার সাথে?

কোন পথে সম্পদ আয় করেছ?

সম্পদ থেকে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছ আল্লাহর রাস্তায়?

এগুলোর হিসেব করেছিলে কখনও?

একাধিকবার জিজ্ঞেস করেছিলাম প্রশ্নগুলো, কোনো উত্তর পাইনি। থাক, আজও উত্তর দিতে হবে না। যত পারো নিজেকে ফাঁকি দাও। এ ফাঁকিই তোমার ধ্বংস ডেকে আনবে। কারও কিছু করার থাকবে না। ফাঁকি মারতে গিয়ে আজ যেভাবে আল্লাহকে ভুলে যাচ্ছ, কাল ঠিক সেভাবে তোমাকেও ভুলে যাওয়া হবে।

"আল্লাহ বলবেন, এভাবেই তো আমার নিদর্শসমূহ যখন তোমার কাছে এসেছিল তখন তুমি তা ভুলে গিয়েছিলে। আজ সেভাবেই তোমাকে ভুলে যাওয়া হলো।"[২৩]

---

২১. সূরা নাযিআত, (৭৯) : ৩৪-৪১ আয়াত।
২২. সূরা আল-ফাযর, (৮৯) : ২৩-২৪ আয়াত।
২৩. সূরা তহা, (২০) : ১২৬ আয়াত।

অধ্যায়

৪

Come on my brother, let us pray

(জান্নাতীরা জাহান্নামীদের জিজ্ঞেস করবে) 'কীসে তোমাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছে?'

তারা বলবে, 'আমরা সালাত আদায় করতাম না।'

[সূরা মুদ্দাস্‌সির, (৭৪) : ৪২-৪৩ আয়াত]

বিশ্বাস করো, আমি প্রতিদিনই তোমার অপেক্ষায় থাকি। অপলক দৃষ্টিতে তোমার পানে তাকিয়ে থাকি—তুমি আসবে বলে। কিন্তু প্রতিদিনই তুমি আমায় নিরাশ করো। একবারও দেখা দাও না। অবশ্যি না দেওয়ারই কথা। তুমি তো ঘুমিয়েছই শেষ রাতে। গার্লফ্রেন্ডের সাথে চ্যাট করতে করতে কোনদিক দিয়ে রাত শেষ হয়েছে, টেরই পাওনি। ফজরের সালাতে আসবে কীভাবে? শেষরাতে ঘুমিয়ে ফজরের ধরাটা কষ্টকর বৈ-কি। আচ্ছা, তুমি কি জানো ফজর সালাতের গুরুত্ব কতটুকু?

"ফজরের দু-রাকাআত (সুন্নাত) পৃথিবী ও তার মধ্যিকার সকল কিছুর চাইতেও উত্তম।"[২৪]

এ তো গেল সুন্নাতের কথা। ফজরের ফরজের দাম কত, কোনো আইডিয়া করতে পারবে?

'যে ব্যক্তি দু শীতের (ফজর ও আসর) সালাত আদায় করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'[২৫]

কেউ যদি ফজরের ফরজ সালাত নিয়মিত আদায় করে, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আমি যদি বোঝাতে পারতাম জান্নাত কাকে বলে, তা হলে হয়তো তোমার টনক নড়ত। কিন্তু জান্নাত আল্লাহর এমন নিয়ামাত, যা বলে বোঝানো সম্ভব না। আচ্ছা, ফজরের কথা না হয় বাদই দিলাম। ফজর না হয় ঘুমেই কাটিয়ে দিলে। কিন্তু যোহর? মাঝবেলায় তুমি নিশ্চয় ঘুমাও না? তা হলে কী করো? একটার পরে তো ব্যস্ততা থাকার কথা না। সব প্রতিষ্ঠানেই লাঞ্চ ব্রেক আছে। তা হলে যোহর আদায়

২৪. নাবাবি, মুহিউদ্দীন ইয়াহহিয়া ইবনু আশরাফ, রিয়াদুস সালিহীন, অধ্যায় : ফজরের দু-রাকাআত সুন্নাতের তাকীদ, হাদীস : ১১০৯।

২৫. বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহীহ, অধ্যায় : সালাতের ওয়াক্তসমূহ, হাদীস : ৫৪৬।

করতে তোমার সমস্যা কোথায়? কেন যোহর আদায় করছ না?

> "তারা যদি জানত আওয়াল ওয়াক্তে যোহরের সালাত আদায় করার কী (ফযীলত) আছে, তা হলে এর জন্যে তারা প্রতিযোগিতা করত।"[২৬]

তুমি হাদীসটা যদি একটু বুঝতে চেষ্টা করতে, কতই-না ভালো হতো। যোহর এতটাই দামি যে, এর ফযীলত জানলে তুমি প্রতিযোগিতা শুরু করে দিতে। কিন্তু তুমি তো বেখেয়াল! কবে যে তোমার হুঁশ হবে!

দুপুরের আবহাওয়া যুতসই না বলে যোহর আদায় করলে না। প্রচণ্ড গরমে তোমার স্কিন জ্বলে যাবে বলে মাসজিদে এলে না; কিন্তু আসর? আসরের পরিবেশ তো অনুকূলে। আসরের সময় সুয্যির উত্তাপ থাকে না বললেই চলে। তো এখন কী এক্সকিউজ থাকতে পারে? আসরের সময় তোমার কী হলো? বিকেলে এত কীসের ব্যস্ততা তোমার? রাজ্যের সব কাজ কি তোমার ওপর? তুমি কি কয়েকটা দেশের প্রেসিডেন্ট? নাকি শতাধিক কোম্পানির এমডি? তা হলে কেন আসর আদায়ের জন্যে চেষ্টা করছ না?

সত্যি বলতে কী—তুমি সালাতকে গুরুত্বহীন মনে করো, তাই চেষ্টা করো না। সালাতকে যদি গুরুত্ব দিতে, তবে তো অবশ্যই আসর আদায় করতে। আসর তো এমন সালাত, যা মানুষের জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হবে।

> "যে ব্যক্তি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের আগে সালাত (ফজর ও আসর) আদায় করে, সে কখনও জাহান্নামে প্রবেশ করবে না।"[২৭]

হায়! যদি বুঝতে জাহান্নাম কী জিনিস, তা হলে হয়তো আসর আদায়ে অবহেলা করতে না। আসলে তুমি জাহান্নাম নিয়ে কখনও ভাবো না। ক্যারিয়ার নিয়ে যতটা চিন্তা করো, তার সিকিভাগও চিন্তা করো না জাহান্নাম নিয়ে। যদি করতে, তবে নিশ্চয়ই আসর আদায় করতে। যদি আসর আর ফজর সময়মতো আদায় করতে, তা হলে ফেরেশতারা আল্লাহর কাছে গিয়ে তোমার নাম উল্লেখ করে বলত, 'তার কাছে যখন গিয়েছিলাম, তখন সে সালাতের মধ্যে ছিল। তাকে যখন আমরা ছেড়ে আসি,

২৬. বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহীহ, অধ্যায় : আযান, হাদীস : ৫৮৮।

২৭. মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, আস-সহীহ, অধ্যায় : মাসজিদ ও সালাতের স্থান, হাদীস : ১৩১১।

তখনও সে সালাতরত অবস্থাতেই ছিল।'[২৮]

ফেরেশতারা গুণগান করল কি না, এই নিয়ে কি আর মাথাব্যথা আছে? দরকার কি অযথা এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর। তোমার কত কাজ পড়ে আছে। এসব ভাববার মতো সময় কোথায়।

সন্ধেটুকু তো বন্ধু কিংবা গার্লফ্রেন্ডের হাত ধরেই পার করো। মাগরিব যে কোন দিক দিয়ে আসে আর কোন দিয়ে যায়, বুঝতেই পারো না। ব্যস্ততা শেষ করে বাসায় ফিরতে ফিরতে তখন ঈশা। মাসজিদে আজান হলো। মুয়াযযিন ঘোষণা করল, 'সালাতের দিকে এসো। কল্যাণের দিকে এসো।' কীসের সালাত, আর কীসের কল্যাণ! তুমি তো কল্যাণ খুঁজছ ব্যাবসা-বাণিজের মধ্যে, সরকারি ভালো চাকরির মধ্যে, বেক্সিমকোর শেয়ারের মধ্যে। কিন্তু সালাতের মধ্যে যে প্রকৃত কল্যাণ, তা তোমাকে কে বোঝাবে?

ফোনটা হাতে নিলে। গার্লফ্রেন্ড সেইফলি পৌঁছিয়েছে কি না, তার খবর নিলে। গার্লফ্রেন্ডের কথা ঠিকই মাথায় এল। কিন্তু সালাত? সালাতের কথা কি একটি বারও মাথায় এল না? ঈশার জামাআত যে শেষ হয়ে যাচ্ছে, তার জন্যে কি এতটুকুও ব্যথা অনুভব করলে না?

ফ্রেশ হয়ে নিজের কাজে বসে গেলে। কাজের ফাঁকে মনে হলো ফেইসবুকের কথা। ঢুকতেই +৯৯ নোটিফিকেশান। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখবে। মনে হলো, ঘুরতে যে গিয়েছিলে সেটার স্ট্যাটাস দেওয়া হয়নি। দ্রুত গার্লফ্রেন্ডকে ট্যাগ করে স্ট্যাটাস দিলে। সাথে দুজনের একটা সেলফি। Feeling excited...

নিয়েছিলে দশ মিনিটের ব্রেক, কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক কোনদিক দিয়ে পেরিয়ে গেছে, টেরই পাওনি। তুমি কি জানো, ঈশা আর ফজরের সালাত ছেড়ে দেওয়াকে নবিজি ﷺ মুনাফিকির আলামত বলেছেন? জানো না? অবশ্যই জানো। এই দু-সালাত আদায় করা মুনাফিকদের জন্যে বেশি কষ্টের।[২৯] তুমি কি তা হলে নিফাকের দিকে ধাবিত হচ্ছ? তোমার ঈমানের মধ্যে কি কপটতা ঢুকে যাচ্ছে? তুমি কি আবদুল্লাহ ইবনু উবাই[৩০]-এর দলে নাম লিখাচ্ছ?

"আর ঈশা ও ফজরের সালাত আদায়ের কী ফযীলত আছে তা যদি তারা

২৮. নাবাবি, মুহিউদ্দীন ইয়াহহিয়া ইবনু আশরাফ, রিয়াদুস সালিহীন, অধ্যায় : ফজর ও আসরের সালাতের ফযীলত, হাদীস : ১০৫৭।

২৯. বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহীহ, অধ্যায় : সালাতের ওয়াক্তসমূহ, অনুচ্ছেদ : ৩৭১।

৩০. নবিজির যুগে আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ছিল মুনাফিকদের নেতা।

জানত, তবে নিঃসন্দেহে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তারা (মাসজিদে এসে) উপস্থিত হতো।"[৩১]

ডিনারের সময় হলো। খাবারের ছবি উঠিয়ে গার্লফ্রেন্ডকে পাঠিয়ে দিলে—মেসেঞ্জারে। খাওয়া শেষ হলো। হাতের কাজগুলো গুছিয়ে নিলে। ঘড়িতে তখন একটা। ক্লান্ত দেহে বিছানায় চলে গেলে। এবার শুধু অপেক্ষা। কখন যে তার কল আসে, কখন যে তার কল আসে.... হঠাৎ স্ক্রিনে আলো জ্বলে উঠল। ব্যস, তুমি মহা খুশি। সে মিসকল দিয়েছে। দ্রুত ব্যাক করতে হবে। নাহ, ফোনে কথা বললে টাকা বেশি ফুরুবে। ম্যাসেঞ্জারই ভালো। (প্রযুক্তি গোনাহকে অনেক সাশ্রয়ী করে দিয়েছে। খুব কম পয়সায় অনেক বড়ো বড়ো গোনাহ করে ফেলা যায়) ম্যাসেঞ্জারে কল দিলে। সে রিসিভ করল। তুমি হারিয়ে গেলে—দূরে, বহুদূরে...

রাত গভীর হলো, দুজনের কথাও জমে উঠল। এভাবে রাতের শেষ তৃতীয়াংশ চলে এল। তোমাদের আলাপন তখন অনেকদূর গড়িয়েছে। রব্বে কারীম নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করলেন। তিনি বলতে থাকলেন, 'কেউ আছে কি মাগফিরাত কামনাকারী, আমি তাকে মাফ করব? কেউ কি আছে প্রার্থনাকারী, আমি তার ডাকে সাড়া দেবো? কেউ কি আছে দুআকারী, আমি তার দুআ কবুল করব?'[৩২]

স্বয়ং আল্লাহ ﷻ তোমায় ডাকছেন। তোমার কী কী প্রয়োজন তা জিজ্ঞেস করছেন, যদিও তিনি সবই জানেন। তোমার কি ইচ্ছে হয় না সেই মহামহিম আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে? তুমি যদি রবের ডাকে সাড়া দিতে, তা হলে তোমার গোনাহ মাফ করে দেওয়া হতো। তোমার চাওয়াগুলো পূর্ণ করা হতো। তোমার দুআকে কবুল করা হতো। হায়, তুমি কতই-না অকৃতজ্ঞ! তুমি তো গার্লফ্রেন্ড আর ফেইসবুকিং-এ ব্যস্ত। তুমি আজ শুধু গার্লফ্রেন্ডের সাথেই একাকী সময় কাটাতে পছন্দ করো, কিন্তু আরশ ও যমীনের অধিপতি আল্লাহর সাথে কিছু সময় কাটানোকে তুচ্ছ মনে করো। এ ব্যাপারে তোমার কোনো আগ্রহই আমি দেখিনি। অনেকদিন সতর্ক করেছি, অনুরোধ পর্যন্ত করেছি; কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি!

ফজরের সময় হলো। মুয়ায্যিন ঘোষণা করল, 'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম।' 'ঘুম থেকে সালাত উত্তম।' তুমি তখন মরার মতো ঘুমোচ্ছ। এভাবেই তোমার দিন কেটে যাচ্ছে। এভাবেই সালাতগুলো বিনষ্ট হচ্ছে তোমার দ্বারা।

৩১ বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহীহ, অধ্যায় : আযান, হাদীস : ৫৮৮।

৩২. মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, আস-সহীহ, অধ্যায় : মুসাফিরের সালাত ও কসর, হাদীস : ১৬৫০।

তুমি কি জানো, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ ﷻ প্রথম কোন জিনিসটার হিসেব চাইবেন?

তুমি কোন কোন গবেষণা-প্রকল্পের অধীনে কাজ করেছ, এটা জিজ্ঞেস করা হবে না। কোন ভার্সিটি থেকে অনার্স কমপ্লিট করেছ, সে সম্পর্কে জানতে চাওয়া হবে না। নোবেল-প্রাইজ পেয়েছ কি না, তাও জিজ্ঞেস করা হবে না। সেদিন আল্লাহ ﷻ প্রথম যে জিনিসটার হিসেব চাইবেন, সেটা হলো 'সালাত'। আগে সালাত, এরপর অন্য কিছু। যদি সালাত ঠিক থাকে, তো তুমি মুক্তি পাবে। সফল হবে। জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৩৩] আর যদি তা না হয়, তবে?

> "তারা (দুনিয়ায়) যে আমল করেছিল আমি সেদিকে অগ্রসর হব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধুলোকণায় পরিণত করে দেবো।"[৩৪]

ছোটোবেলায় 'জীবনের হিসাব' নামে একটা কবিতা পড়েছিলে, মনে আছে? ওই যে, সুকুমার রায়ের কবিতাটা। আমার কিছুটা মনে আছে, শেষের দিক থেকে পড়ছি একটু :

খানিক বাদে ঝড় উঠেছে, ঢেউ উঠেছে ফুলে,
বাবু দেখেন, নৌকোখানি ডুবল বুঝি দুলে।
মাঝিরে কন, 'এ কি আপদ! ওরে ও ভাই মাঝি,
ডুবল নাকি নৌকো এবার? মরব নাকি আজি?'
মাঝি শুধোয়, 'সাতার জানো?' মাথা নাড়েন বাবু,
মূর্খ মাঝি বলে, 'মশাই, এখন কেন কাবু?
বাঁচলে শেষে আমার কথা হিসেব কোরো পিছে,
তোমার দেখি জীবনখানা ষোলো-আনাই মিছে।'[৩৫]

বাবু নৌকোয় ওঠে প্রথমে খুব ভাব নিয়েছিল। চাঁদ কীভাবে বাড়ে, জোয়ার-ভাটা কেন আসে, পাহাড় থেকে কীভাবে নেমে আসে নদীর ধারা, সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণ কেন হয়—ইত্যাদি প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে ফেলছিল মাঝিকে। এসব প্রশ্নের কোনো জবাব যখন মাঝি দিতে পারেনি, তখন সে তাচ্ছিল্য করে বলছিল—

৩৩. তিরমিযি, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা, আস-সুনান, অধ্যায় : সালাত , হাদীস : ৪১৩।
৩৪. সূরা ফুরকান, (২৫) : ২৩ আয়াত।
৩৫. সুকুমার রচনাবলী, ২/৩৪।

‘বলব কী আর, বলব তোরে কি তা—
দেখছি এখন জীবনটা তোর বারো-আনাই বৃথা।’

যে জ্ঞানের ভারে সে অহংকার করছিল, একটু বাদেই সে জ্ঞান তার কোনো কাজে আসেনি। বিদ্যে না থাকায় মাঝির জীবন বারো-আনা বৃথা হয়েছিল ঠিক, কিন্তু বিদ্যে থাকার পরও বাবুর জীবনটা ষোলো-আনাই বৃথা হয়ে গেছে। বাবুর কিতাবি জ্ঞান ছিল বটে কিন্তু পানিতে পড়লে নিজেকে কীভাবে বাঁচাতে হয়, এই ব্যবহারিক দিকটা তার জানা ছিল না। সাঁতার না জানায়, ইতিহাস-ভূগোল- জোতির্বিদ্যার জ্ঞান কোনো কাজে আসেনি। যদি অবহেলা করে সালাত ছেড়ে দাও, তো তোমার অবস্থা এই বাবুর মতো হবে। তুমি হয়তো পিএইচডি কিংবা পোস্ট ডক্টরেট কমপ্লিট করে ফেলতে পারো; হয়ে যেতে পারো নাসার সাইন্টিস্ট কিংবা অক্সফোর্ডের প্রফেসর; অ্যাপল কিংবা টাটার এমডি; কিন্তু বিশ্বাস করো, এসব আখিরাতে কোনো কাজেই আসবে না যদি-না সালাত ঠিক থাকে। সালাত ঠিক, তো সব ঠিক। আর সালাতে ঘাপলা, তো সব ষোলো-আনাই মিছে।

আল্লাহর শপথ! ঈমান আনার পর সালাতের চেয়ে দামি কোনো ইবাদাত নেই। দুনিয়ায় যত নেক আমল আছে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হলো সালাত। সালাত হচ্ছে সেই আমল, যা তোমাকে তোমার রবের নিকটবর্তী করে দেবে। তোমাকে মুক্তি দেবে দুশ্চিন্তা থেকে। চক্ষুকে শীতল করবে। তুমি কি জানো, বিনয়ের সাথে সালাত আদায়কারীদের সকল গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়?

> “যদি কোনো মুসলমান ফরজ সালাতের সময় হলেই ভালোভাবে ওজু করে, তারপর ভীতি ও বিনয় সহকারে সালাত আদায় করে, তা হলে তার এ সালাত পূর্বের সকল গোনাহের কাফ্ফারা হয়ে যায়।”[৩৬]

সালাতের সাথে আল্লাহর ওয়াদা আছে। তুমি যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ঠিকমতো আদায় করতে পারো, তা হলে আল্লাহ ﷻ তোমাকে জান্নাত দেবেন। ভেবো না আমি মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছি। না, এটি মিথ্যে আশ্বাস নয়। নবিজি এমনটিই বলেছেন।

> “আল্লাহ ﷻ তাঁর বান্দাহর ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি তা ঠিকমতো আদায় করবে, আর অবহেলা করে কোনোটিই ছেড়ে না দেবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর ওয়াদা করেছেন। আর যে ব্যক্তি তা

৩৬. নাবাবী, মুহিউদ্দীন ইয়াহহিয়া ইবনু আশরাফ, রিয়াদুস সালিহীন, অধ্যায় :সালাতের ফযীলত, হাদীস : ১০৫৩।

আদায় করবে না, তার জন্যে আল্লাহর কোনো ওয়াদা নেই। তিনি ইচ্ছে করলে তাকে শাস্তি দেবেন, কিংবা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"[৩৭]

আল্লাহ ﷻ প্রথমে ৫০ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রতি দয়া করে ৫০ ওয়াক্তকে কমিয়ে কমিয়ে পাঁচ ওয়াক্ত করে দিয়েছেন। সালাতের ওয়াক্ত কমিয়ে দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু সওয়াবকে বিন্দু পরিমাণও কমাননি। ৫০ ওয়াক্ত আদায় করলে যে সওয়াব দেওয়া হতো, পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করলে ঠিক সমান সওয়াবই দেওয়া হবে। একটুও কমবেশি করা হবে না।[৩৮] অন্য যত ইবাদাত আছে, সেগুলো আল্লাহ ﷻ দুনিয়ায় ফরজ করেছেন। কিন্তু সালাত? সাত আসমানের ওপরে নবিজিকে নিয়ে গিয়ে আল্লাহ ﷻ সালাত উপহার দিয়েছেন। সালাতের গুরুত্ব বোঝার জন্যে এটাই কি যথেষ্ট নয়? এরপরেও তুমি সালাতে মনোযোগী হবে না?

তুমি তুমি যদি জানতে জামাআতে সালাত আদায়ের কী ফযীলত, তা হলে হয়তো ঘরে বসে থাকতে না। ফেইসবুকিং-এ ব্যস্ত রইতে না। গার্লফ্রেন্ডের সাথে চ্যাট করে অযথা সময় নষ্ট করতে না। জামাআতের সময়গুলো ইউটিউবে আইটেম সং থেকে পার করতে না।

"জামাআতে সালাত আদায়ের ফযীলত—একাকী সালাত আদায় করার থেকে সাতাশগুণ বেশি।"[৩৯]

ওজু করার পর যদি সালাতের উদ্দেশে মাসজিদের দিকে রওনা হতে, তবে প্রতিটি কদমের বিনিময়ে একটি করে গোনাহ মাফ করে দেওয়া হতো। জান্নাতের মর্তবা

৩৭. আবূ দাউদ, সুলাইমান ইবনু আসআশ, আস-সুনান, অধ্যায় : সালাত , হাদীস : ১৪২০।

৩৮. মিরাজের দিন আল্লাহ প্রথম পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছিলেন। রাসূল ﷺ যখন ফিরে আসছিলেন তখন মূসা ﷺ-এর সাথে দেখা। তিনি রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আপনার রব আপনার উম্মতের ওপর কী ফরজ করেছেন?'

রাসূল ﷺ বলেছিলেন, 'পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত।'

এ কথা শুনে মূসা ﷺ বলেছিলেন, 'পুনরায় আপনার রবের কাছে ফেরত যান। কেননা আপনার উম্মাতের তা পালন করার সামর্থ্য থাকবে না।'

মূসা ﷺ-এর কথা শুনে রাসূল ﷺ আল্লাহ ﷻ-এর কাছে ফেরত যান। গিয়ে সালাত কমানোর আবেদন করেন। আল্লাহ ﷻ অর্ধেক কমিয়ে দেন। রাসূল ﷺ যখন অর্ধেক কমিয়ে ফেরত আসছিলেন, তখনও মূসা ﷺ-এর সাথে দেখা। তিনি আবারও ঠিক একই কথাই বলেন। রাসূল ﷺ আবার আল্লাহর কাছে যান। সালাত কমানোর আবেদন করেন। এভাবে কমাতে কমাতে পাঁচ ওয়াক্ত করে দেওয়া হয়। এরপর আল্লাহ ﷻ বলেন, 'এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত বাকি রইল। আর তা সওয়াবের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ ওয়াক্তের সমান হবে। আমার কথার পরিবর্তন হয় না।'

[বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহীহ, অধ্যায় : আম্বিয়া কিরাম, হাদীস : ৩১০৬]

৩৯. বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহীহ, অধ্যায় : আযান, হাদীস : ৬১৭।

বৃদ্ধি করা হতো। আর মাসজিদে পৌঁছে যতক্ষণ জামাআতের জন্যে অপেক্ষা করতে, ততক্ষণ সালাত আদায়কারী বলে গণ্য করা হতো তোমাকে। সালাত শেষ করার পর যদি আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে, তবে ফেরেশতারা দুআ করত তোমার জন্যে। তারা বলত, 'হে আল্লাহ, আপনি তাঁর ওপর রহমত বর্ষণ করুন। আর তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করুন।'[৪০]

তুমি কি কোটি টাকার বিনিময়েও একজন ফেরেশতা দিয়ে নিজের জন্যে দুআ করাতে পারবে? পারবে না। কোনোদিনও পারবে না। সে ক্ষমতা তোমার নেই। শুধু তোমার না, কারও নেই। কিন্তু যদি মাসজিদে আসতে, তা হলে বিনে পয়সায় ফেরেশতারা তোমার জন্যে দুআ করত। তুমি তো বড্ড বেখেয়াল!

তুমি কি চাও না, ফেরেশতারা তোমার জন্যে দুআ করুক?

তা হলে কেন মাসজিদে আসো না? কেন রবের ডাকে সাড়া দাও না? জামাআত ছাড়ার জন্যে নবিজি কতটা ধমকি দিয়েছেন, জানো? তিনি তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছেন, যারা আযান শুনেও সালাত আদায় করার জন্যে মাসজিদে আসে না।

> "যে মহান সত্তার হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আমার ইচ্ছে হয়, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে আদেশ দিই। তারপর সালাত কায়েম করতে বলি।... এরপর আমি লোকদের কাছে যাই এবং তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিই (যারা জামাআতে অংশ নেয়নি)।"[৪১]

তুমি কি হাদীসটা নিয়ে একটু ভাববে? প্লিজ, একটু ভাবো। তুমি যার উম্মাহ, তিনিই তোমার ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতে চাচ্ছেন। কেন? কারণ তুমি জামাআতে সালাত আদায় করছ না। এ থেকেও কি বোঝা যায় না, সালাত আদায় না করাটা কত নিকৃষ্ট কাজ!

শয়তান শুধু একবার আল্লাহকে সাজদা করতে স্বীকৃতি জানিয়েছিল। শুধু একবার। ব্যস, এতেই সে অভিশপ্ত হয়েছে চিরদিনের জন্যে। আল্লাহর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। আর তুমি? তুমি তো দৈনিক চৌত্রিশটা ফরজ সাজদা থেকে গুঁটিয়ে রাখো নিজেকে। মুয়াযযিন সাজদা দেওয়ার আহ্বান জানায়, আর তুমি বিরক্তি প্রকাশ করো। তা হলে কে বেশি নিকৃষ্ট? শয়তান? নাকি ওই ব্যক্তি, যে দৈনিক চৌত্রিশটা

৪০. বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহীহ, অধ্যায় : আযান, হাদীস : ৬১৮।
৪১. বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহীহ, অধ্যায় : আযান, হাদীস : ৬১৬।

ফরজ সাজদার বিধান লঙ্ঘন করে?

আজ তুমি কত দুশ্চিন্তায় ভুগো। জীবন থেকে কত কিছু হারিয়ে গেছে বলে অভিযোগ করো। মাঝেমধ্যে হাজারও বিষণ্ণতা তোমাকে ছেয়ে বসে। আল্লাহর শপথ! এসব থেকে মুক্তির উপায় হলো সালাত। সালাত হলো আলো, তবে তুমি কেন অন্ধকারে সাঁতরে বেড়াবে? সালাত হলো আল্লাহর সাথে কথা বলার মাধ্যম, তবে তুমি কেন দৌড়ে পালাবে? সালাতে দাঁড়িয়ে যদি সূরাতুল ফাতিহা পড়তে, তবে আল্লাহ ﷻ তোমার সাথে কথা বলতেন। তোমার কথার জবাব দিতেন। বিশ্বাস করো, রাসূল ﷺ এমনটিই জানিয়েছেন।[৪২]

তুমি যখন পড়তে : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্যে, যিনি জগৎসমূহের রব)।

তখন আল্লাহ ﷻ বলতেন : 'আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।'

তুমি যখন বলতে : الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (তিনি দয়াময়, পরম দয়ালু)।

তখন আল্লাহ ﷻ বলতেন : 'আমার বান্দা আমার গুণাবলি বর্ণনা করেছে।'

এরপর তুমি বলতে : مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (তিনি বিচার-দিবসের মালিক)।

জবাবে আল্লাহ ﷻ বলতেন : 'আমার বান্দা আমার মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছে।'

তারপর তুমি বলতে : إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (আমরা শুধু তোমারই ইবাদাত করি, আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই)।

তোমার বলা শেষ হলেই আল্লাহ ﷻ বলতেন : 'এটা আমার এবং আমার বান্দার মধ্যিকার ব্যাপার। আমার বান্দা যা চাইবে, তা-ই সে পাবে।'

শেষটায় এসে যখন বলতে : اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ , صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ(আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করো, তাদের পথে—যাদেরকে তুমি অনুগ্রহ করেছ।

তখন আল্লাহ ﷻ বলতেন : 'এটা কেবলই আমার বান্দার জন্যে। আমার বান্দা যা চায়, তা-ই সে পাবে।'

সুবহানাল্লাহ! সেই আল্লাহ ﷻ— যিনি অন্য কারও সাহায্য ছাড়াই এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন—তিনি তোমার সাথে কথা বলতেন, তোমার কথার জবাব দিতেন;

৪২. মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ , আস-সহীহ, অধ্যায় : সালাত, হাদীস : ৭৬৪।

তুমি যা চাইতে, তা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিতেন। এমন সুযোগ তুমি আর কোথায় পাবে ভাই?

একটা বিষয় মনে পড়েছে। একটু আগে ভেবেছিলাম তোমায় বলব, কিন্তু ভুলে গেছি। সূরা ফাতিহা শেষ করে আমীন বলা নবিজির সুন্নাত, এটা তো নিশ্চয় জানো? আচ্ছা, তুমি কি জানো—জামাআতে সালাত আদায়ের সময় সূরা ফাতিহা শেষ করে আমীন বললে কী হয়? মাথা চুলকাচ্ছ কেন? জানা নেই?

> "ইমাম যখন আমীন বলে, তখন তোমরাও আমীন বলো। কেননা যার আমীন (বলা) ও ফেরেশতাদের আমীন (বলা) এক হয়, তার পূর্বের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।"[৪৩]

একটি কন্ডিশান মেনে নিলে তোমার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে, শুধু একটি কন্ডিশান—তুমি জামাআতে সালাত আদায় করবে, আর ইমাম যখন আমীন বলবে সাথে সাথে তুমিও আমীন বলবে, ব্যাস। তুমি কি বুঝতে পারছ, এটি তোমার জন্যে কত বড়ো অফার? এরপরেও কি সালাতে মনোযোগী হবে না?

তুমি কি জানো না, মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর সাথিদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ ﷻ কী বলেছেন?

> "মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর তাঁর সাথে যারা আছে—তাঁরা কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর, নিজেদের প্রতি সদয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তাঁদেরকে রুকু ও সাজদায় অবনত অবস্থায় দেখবে। তাঁদের মুখমণ্ডলে সাজদার চিহ্ন থাকবে। তাওরাতে তাঁদের বর্ণনা এমনই এবং ইনজিলেও।"[৪৪]

আল্লাহ ﷻ তাঁদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেছেন,

১) তাঁরা কাফিরদের প্রতি কঠোর।

২) নিজেদের প্রতি সদয়।

৩) আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তাঁরা রুকু ও সাজদা করবে।

৪) তাঁদের মুখমণ্ডলে সাজদার চিহ্ন থাকবে।

---

৪৩. বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহীহ, অধ্যায় : আযান, হাদীস : ৭৪৪।

৪৪. সূরা আল-ফাতহ, (৪৮) : ২৯ আয়াত।

৩ আর ৪ নম্বর বৈশিষ্ট্যগুলো একটু খেয়াল করো তো। তুমি কি এগুলো নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করেছ? যদি না করে থাকো, তবে মুহাম্মাদের ﷺ শত্রুদের সাথে তোমার পার্থক্য কোথায়?

একদিন তুমি মারা যাবে। অবশ্যই মারা যাবে। এরপর বিচারের মাঠে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে। সেদিন আল্লাহ ﷻ তোমায় সাজদা করতে আদেশ দেবেন।

> "হাটুর নিম্নভাগ পর্যন্ত পা খোলার দিনের (কিয়ামাতের) কথা স্মরণ করো, সেদিন তাদেরকে সাজদা করার জন্যে আহ্বান করা হবে।"[৪৫]

যদি দুনিয়ায় আল্লাহকে সাজদা করার অভ্যাস গড়ে না তুলো, তবে সেদিন যে বড্ড বিপদে পড়ে যাবে। দুনিয়ায় রহমানকে সাজদা করে থাকলে, সেদিন সাজদা করতে পারবে। আর যদি ফাঁকি দিয়ে থাকো, তো ধরা খেয়ে যাবে। তখন অপমান আর লাঞ্ছনা মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। লজ্জায় দৃষ্টিকে নত করা ছাড়া আর কোনো পথ থাকবে না। সেদিন আক্ষেপ করার থেকে এখন একটু কষ্ট করা ভালো নয় কি?

> "কিন্তু তারা সাজদা করতে সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি হবে অবনত। অপমান-লাঞ্ছনা তাদের ওপর চেপে বসবে। তারা যখন সুস্থ ও নিরাপদ ছিল তখনও তাদেরকে সাজদা করার জন্যে ডাকা হতো (কিন্তু তারা সাজদা করত না)।"[৪৬]

আল্লাহ ﷻ জাহান্নামীদের জন্যে স্পেশাল অফার ঘোষণা করবেন। জাহান্নাম থেকে বের করার অফার। একে একে ঈমানদারদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। সবার শেষে যাদের বের করা হবে, তাদের মধ্যে ওসব লোক থাকবে যাদের চেহারায় সাজদার চিহ্ন থাকবে।

> "জাহান্নামীদের মধ্যে যাদের প্রতি আল্লাহ ﷻ রহমত করতে ইচ্ছে করবেন, তাদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের নির্দেশ দেবেন যেন জাহান্নাম থেকে তাদের বের করে আনা হয়। ফেরেশতারা তাদের বের করে আনবেন এবং সাজদার চিহ্ন দেখে তাদের চিনবেন। আল্লাহ ﷻ জাহান্নামের জন্যে সাজদার চিহ্ন মিটিয়ে দেওয়াকে হারাম করেছেন। ফলে জাহান্নাম থেকে তাদের বের করে আনা হবে। কাজেই সাজদার চিহ্ন ছাড়া বানী-আদমের সবকিছুই আগুন গ্রাস করে ফেলবে।

৪৫. সূরা আল-কালাম, (৪৮) : ৪২ আয়াত।

৪৬. সূরা আল-কালাম, (৪৮) : ৪২ -৪৩ আয়াত।

অবশেষে অঙ্গারে পরিণত অবস্থায় তাদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। এরপর তাদের ওপর আবে হায়াত ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে তারা স্রোতে বাহিত ফেনার ওপর গজিয়ে ওঠা উদ্ভিদের মতো সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। এরপর আল্লাহ বান্দাদের বিচারকাজ শেষ করবেন।"[৪৭]

সেদিনের কথা কি একটি বারও ভাববে না, যেদিন এই সাজদা তোমাকে মুক্তি দেবে? তুমি যতই 'ফেয়ার এন্ড হ্যান্ডসাম' মাখো না কেন, লাভ নেই। স্নো মাখতে মাখতে যদি চেহারা ধবধবে সাদাও করে ফেলো, তবুও লাভ নেই। সুন্দর চেহারা সেদিন কাজে আসবে না, কাজে আসবে সাজদার চিহ্ন। সাজদার চিহ্ন দেখেই জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তুমি তো সালাতই আদায় করো না, চেহারায় সাজদার চিহ্ন আসবে কোত্থেকে?

ভাই আমার! একটা ভালো চাকরি আশায় কত নেতার পেছনেই-না ঘুরঘুর করো। কত জনের চেম্বারেই না ধর্ণা দাও। অথচ যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, যার হাতে তোমার প্রাণ—সেই সত্তার দিকে ফিরেও তাকাও না। তুমার অন্তর কি মরে গেছে? হৃদয় থেকে আল্লাহভীতি একেবারেই চলে গেছে? আমাকে বলো তো—এ তোমার কেমন জীবন, যে জীবনে সাজদার লেশমাত্র নেই? তুমি কেমন বান্দাহ, যার রুটিনে সালাতের ছিটেফোঁটাও নেই? তুমি কেমন যুবক, রহমানের প্রতি যার সামান্যতম কৃতজ্ঞতাবোধও নেই?

- সালাত আদায় করতে কি সারাদিন লাগে?

- না।

- আট ঘণ্টা লাগে?

- না।

- যদি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত জামাআতে পড়তে চাও, তা হলে কতক্ষণ লাগবে?

- সর্বোচ্চ এক ঘণ্টা।

- তবে কেন সালাত আদায় করো না?

ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা তো ফেইসবুকেই কাটাও। গার্লফ্রেন্ডের সাথে কথা বলে পার করো সারা রাত। দুনিয়াবি ব্যস্ততায় পুরোটা দিন দৌড়ঝাঁপ করো। দিন-রাত মিলিয়ে

৪৭. বুখারি, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহীহ, অধ্যায় : আযান, হাদীস : ৭৬৯।

ঘণ্টাখানিকও কি আল্লাহর জন্যে বের করা যায় না? আল্লাহকে কি এতটাই গুরুত্বহীন মনে করো? এতটাই তুচ্ছ মনে করো আল্লাহর বিধান সালাতকে? তোমার কাছে কি সাজদার একটুও মূল্য নেই?

এই তো কাল তুমি আমাকে বলেছ, 'আমি নিজের সাথে পেরে উঠছি না। শয়তান আমার ওপর জয়ী হচ্ছে। আমাকে হারিয়ে দিচ্ছে। আমি অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ছি।' আমি কি তোমায় বলিনি, সালাতই হচ্ছে একমাত্র সমাধান? তোমার প্রশ্ন শুনে সাথে সাথে বলেছি, 'তুমি রহমানের মাসজিদে যাও। সালাতে মনোযোগী হও।' সালাত হলো সেই ইবাদাত, যা তোমাকে অশ্লীলতা থেকে মুক্ত রাখবে। তোমার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করবে। তোমাকে আল্লাহর পথে অটল থাকার সাহস জোগাবে।

"নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে।"[৪৮]

আল্লাহর শপথ! তোমার অন্তর কখনও প্রশান্ত হবে না, যদি রহমানের সিজদায় মাথা না নোয়াও। তোমার সমস্যার কখনও সমাধান হবে না, যদি মাসজিদের পানে ছুটে না যাও। তোমার বিষণ্ণতা কখনও কাটবে না, যদি সালাতে মনোযোগ না দাও।

ভাই আমার! কবে তুমি সালাত আদায়কারীদের কাতারে শামিল হবে? কবে রহমানের বান্দাহদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সালাত আদায় করবে? কবে সালাতে অশ্রু বিসর্জন দিয়ে নিজের গোনাহের জন্যে লজ্জা প্রকাশ করবে? কবে সালাতের মাধ্যমে নিজের পাপগুলো মাফ করিয়ে নেবে?

কবে?

From those around…

I hear a cry…

A muffled sob…

A hopeless sigh…

I hear their Footsteps leaving slow…

And then I know my soul must fly

A chilly wind begins to blow…

৪৮. সূরা আল-আনকাবুত, (২৯) : ৪৫ আয়াত।

Within my soul, from head to toe…
And then, last breath escapes my lips
It's time to leave and I must go!
So it is true (But it's too late)
They said, "Each soul has its given date."
When it must leave its body's core
And meet with its eternal fate!
Oh! Mark the words that I do say
Who knows? Tomorrow could be your day
At last, it comes to heaven or hell
Decide which now do not delay!
Come on my brothers let us pray!
Decide which now do not delay![৪৯]

৪৯. Ahmed Bukhatir, Last Breath, https://www.lyricsfreak.com/a/ahmed+bukhatir/last+breath_20846599.html

অধ্যায়

৬

কাছে আসার সাহসী গল্প

"এদের কাহিনিসমূহে বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।"

[সূরা ইউসুফ, (১২) : ১১ আয়াত]

কোনো এক রাজপুত্রের কাহিনি তোমায় শোনাতে চাচ্ছি। তবে সে রাজপুত্তুরের নাম কী ছিল, তা বলব না। শুধুই তার জীবনী নিয়ে কিছু কথা বলব। তিনি ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। বাস করতেন পারস্যের ইস্পাহান নগরের জাই গ্রামে। এলাকার প্রধান জমিদার ছিলেন তাঁর বাবা। বাবা তাঁকে এতটাই ভালোবাসতেন যে, এক পলকের জন্যেও চোখের আড়াল হতে দিতেন না। আটকে রাখতেন বাড়িতে। পারিবারিকভাবে তাঁরা ছিলেন অগ্নিপূজারি। তাঁদের গ্রামে বিশাল যে অগ্নিকুণ্ডটি ছিল, সেটির প্রধান রক্ষক ছিলেন তাঁর বাবা। বাবার অবর্তমানে প্রধান রক্ষকের দায়িত্ব দেওয়া হয় তাঁকে। তিনি সে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন আপন-মনে।

একবার তাঁর বাবার প্রাসাদের বাইরের খামারে কিছু কাজ পড়ে যায়। বাবা নিজে যেতে না পারে তাঁকেই খামারের কাজে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। বাবার আদেশ পেয়ে তিনি বের হলেন খামারের উদ্দেশে। পথিমধ্যে এক গির্জার সন্ধান পান। বেশ আগ্রহ নিয়ে উঁকি দেন গির্জার ভেতরে। শুনতে পান খ্রিষ্টানদের প্রার্থনার আওয়াজ। সে আওয়াজ আকৃষ্ট করে তাঁকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, ‘এখানে কী হচ্ছে?’ তারা বলে, ‘এরা খ্রিষ্টান। প্রার্থনা করছে।’

ওদের কথা শুনে তিনি গির্জার ভেতরে প্রবেশ করেন। বসে যান সেখানে। প্রার্থনাকারীদের প্রার্থনা দেখতে থাকেন। খ্রিষ্টানদের প্রার্থনা তাকে এতটাই মুগ্ধ করে যে, কোনদিক দিয়ে সূর্য ডুবে যায়, তা তিনি খেয়ালই করেননি। সেদিন আর খামারে যাওয়া হলো না তাঁর। সন্ধে পর্যন্ত আটকে গেলেন সেখানেই। ততক্ষণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বাবা তাঁকে খোঁজার জন্যে লোক পাঠিয়েছেন চতুর্দিকে। সন্ধের কিছুক্ষণ পর তিনি বাসায় ফেরেন। সন্তানকে কাছে পেয়ে তাঁর বাবা জিজ্ঞেস করেন, ‘কোথায় ছিলে তুমি? আমি তো তোমার চিন্তায় পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম!’

জবাবে তিনি বলেন, 'বাবা! আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। যাদেরকে খ্রিষ্টান বলা হয়। তাদের উপাসনা ও প্রার্থনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাই তারা কীভাবে কী করছে—তা দেখার জন্যে সেখানে বসে গিয়েছিলাম।'

ছেলের মুখে এমন কথা শুনে পিতা কিছুটা হকচকিয়ে গেলেন। এরপর বললেন, 'ছেলে আমার! তোমার ও তোমার পিতৃপুরুষের দ্বীন ওদের দ্বীনের চেয়ে উত্তম।'

তিনি বললেন, 'না। আল্লাহর শপথ! আমাদের দ্বীন তাদের দ্বীনের চেয়ে উত্তম নয়। তারা এমন এক সম্প্রদায়, যারা আল্লাহর গোলামি করে। তাঁকে ডাকে এবং তাঁরই উপাসনা করে। আর আমরা! আমরা তো আগুনের উপাসনা করি। যা আমরা নিজের হাতে জ্বালাই, আর আমরা দেখভাল ছেড়ে দিলে তা নিভে যায়।'

পুত্রের মুখে এ কথা শুনে পিতা যারপরনাই বিস্মিত হলেন। পুত্রকে হারানোর ভয়ে কঠোর পদক্ষেপ নিলেন তিনি। শেকল লাগিয়ে দিলেন ছেলের দু-পায়ে। বন্দি করে রাখলেন বাসায়। বাবার ভয়ে বন্দি জীবনই বেছে নিতে হলো তাঁকে। কিছুদিন পর বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে খ্রিষ্টানদের কাছে একটি লোক পাঠালেন তিনি। উদ্দেশ্য—খ্রিষ্টানদের দ্বীনের উৎস সম্পর্কে জানা। তাঁর পাঠানো লোকটি এসে জবাব দিলো, 'তাদের দ্বীনের উৎস শামে।' তিনি লোকটিকে বললেন, 'ওখান (শাম) থেকে লোক এলে আমাকে জানাবে।'

সিরিয়া, ইরান, ফিলিস্তিন-সহ বিস্তৃত ভূমিকে শাম বলা হয়। এই শামেই রয়েছে আমাদের প্রথম কিবলা বায়তুল মাকদিস। নবি ﷺ এই শামের জন্যে কল্যাণের দুআ করেছেন বহুবার। তো কিছুদিন পর শাম থেকে কিছু লোক এলে তাঁর কাছে খবরটা পৌঁছনো হলো। তিনি সুযোগ খুঁজতে থাকলেন শেকল ভেঙে পালিয়ে যাওয়ার। যখন শামের লোকজন তাদের কাজ শেষে ফিরে যাচ্ছিল, তখন তিনি বাবার চোখে ধুলো দিয়ে ওদের সাথে পালিয়ে যান। সফর করতে করতে পৌঁছে যান শামে।

শামে পৌঁছে তিনি খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে জানার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তাই সফরসঙ্গীদের মধ্য থেকে একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, 'খ্রিষ্টধর্মের সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?' তারা একটি গির্জার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'এই গির্জাবাসী পাদরি।' তিনি তার কাছে গিয়ে বলেন, 'আমার একান্ত ইচ্ছে—আপনার সাথে এ গির্জায় থেকে আল্লাহর উপাসনা করব। আর আপনার কাছ থেকে উপকারী জ্ঞান শেখব।'

পাদরি রাজি হলেন তাঁর প্রস্তাবে। মানুষ পাদরিকে ভালো মানুষ হিসেবে জানত। কিন্তু

বাস্তবে সে ছিল অত্যন্ত লোভী। তিনি এ অবস্থা থেকে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। ওর প্রতি ঘৃণা জন্মাতে লাগল তাঁর মনে। কিছুদিন পর পাদরি মারা গেলেন। লোকজন ওকে দাফন করতে এল। তিনি বললেন, 'এ তো একটি খারাপ লোক। সে লোকদেরকে দান-খয়রাতের নির্দেশ দিত ঠিক, কিন্তু নিজে তা করত না। সে লোকজনকে ভালো কাজের নির্দেশ দিত, কিন্তু তলে-তলে আবার নিজেই খারাপ কাজ করে বেড়াত। তোমাদের দান-সদাকার টাকাগুলো অভাবীদের না দিয়ে নিজের কাছেই রেখে দিত সে।'

লোকজন ক্ষেপে গেল তাঁর কথায়। তাদের দৃষ্টিতে যিনি মহৎ, তাকে তিনি মন্দ বলবেন—তা কী করে হয়। তাই তো তারা তাঁর কাছে প্রমাণ চাইল। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদেরকে তার জমা করা সম্পদ বের করে দেখাচ্ছি।' তিনি পাদরির লুকোনো সাতটি পাত্র বের করে দেখালেন, যেখানে অনেক স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করা ছিল। লোকজন এ দৃশ্য দেখে তাদের ভুল বুঝতে পারল। দাফন না করে তারা শূলিতে চড়াল পাদরির লাশ। রাগে-ক্ষোভে লোকেরা পাথর নিক্ষেপ শুরু করল লাশের ওপর।

ওই পাদরি মারা যাওয়ার পর আরেকজন পাদরি নিয়োগ দেওয়া হলো। তিনি নতুন পাদরির ভক্ত হয়ে গেলেন। একটা সময় নতুন পাদরির জীবন আয়ু ঘনিয়ে এল। নতুন পাদরি যখন মারা যাচ্ছিল, তখন তিনি তার শিয়রে বসে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আল্লাহর ফয়সালা (মৃত্যু) আপনার সামনে হাজির। আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে সবকিছুর চেয়ে বেশি ভালোবেসেছি। (এখন) আমাকে কী কী কাজ করার আদেশ দিচ্ছেন? কার কাছে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন?'

নতুন পাদরি বললেন, 'বৎস! আল্লাহর শপথ! আমি কেবল একজনকেই চিনি, যিনি মসুলে থাকেন। তার কাছে যাও। সেখানে গেলে দেখবে—তার অবস্থাও আমার মতোই।'

নতুন পাদরি মারা যাওয়ার পর মসুলে এসে উপস্থিত হলেন তিনি। একসময় মসুলের পাদরি জীবন সায়াহ্নে চলে এল। তিনি তাকে সে কথাই জিজ্ঞেস করলেন, যা শামের পাদরিকে করেছিলেন। তার প্রশ্নের জবাবে মসুলের পাদরি বলেন, 'বৎস! আল্লাহর শপথ! আমি কেবল একজনকেই চিনি, তিনি নাসীবাইন এলাকায় থাকেন। তার অবস্থাও আমার মতোই। তার কাছে যাও।'

মসুলের পাদরি মারা গেলে তিনি নাসীবাইন পৌঁছলেন। সেখানকার পাদরির সান্নিধ্য গ্রহণ করলেন। নাসীবাইনের পাদরি যখন মারা যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাকেও একই

কথা বলেন যা অনান্য পাদরিদের বলেছিলেন। তার কথা শুনে নাসীবাইনের পাদরি তাঁকে বাইজান্টাইন রাজ্যের আম্মুরিয়্যা এলাকায় যাওয়ার নির্দেশ দেন। নাসীবাইনের পাদরিকে দাফন করে তিনি আম্মুরিয়্যায় পৌঁছান। আম্মুরিয়্যার পাদরির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি কিছু অর্থ সম্পদ অর্জন করেন। ভেড়ার একটি ছোট্ট পাল ও কয়েকটি গাভীর মালিক বনে যান। যখন আম্মুরিয়্যার পাদরির মৃত্যু ঘনিয়ে আসে, তখন তিনি তার কাছেও নসীহাহ চান। আম্মুরিয়্যার পাদরি বলেন, 'বৎস! আল্লাহর শপথ! আমার মতো আর কোনো ব্যক্তি আছে বলে আমার জানা নেই, যার কাছে তুমি যেতে পারো। তবে সময় খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছে। আল-হারাম থেকে একজন নবি প্রেরণ করা হবে। অগ্নেয়শিলা গঠিত দুই অঞ্চলের মাঝামাঝি এলাকায় তিনি হিজরত করবেন। যে অঞ্চলের মাটি হবে কিছুটা লবণাক্ত ও খেজুর গাছবহুল। তাঁর মধ্যে কিছু স্পষ্ট নিদর্শন থাকবে। তাঁর দু-কাঁধের মধ্যে থাকবে নবুওয়াতের সীলমোহর। তিনি উপহার গ্রহণ করবেন, কিন্তু সদাকা গ্রহণ করবেন না। সেই অঞ্চলে যাবার সামর্থ্য থাকলে চলে যাও। কারণ তাঁর আগমনের সময় খুব কাছাকাছি চলে এসেছে।'

কিছুদিন পর আরব ব্যবসায়ীদের একটি কাফেলার সাথে দেখা হয় তাঁর। নিজের ভেড়া ও গাভীর পালের বিনিময়ে তাঁকে আরব ভূমিতে পৌঁছে দেওয়ার প্রস্তাব দেন ব্যবসায়ীদের। ওরা তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়। কিন্তু আল-কুরা উপত্যকায় এসে ব্যবসায়ী কাফেলা গাদ্দারী করে তাঁর সাথে। দাস হিসেবে বিক্রি করে দেয় তাঁকে। সেখান থেকে তাঁকে কিনে নেয় এক ইয়াহূদি। এরপর তাঁকে মদীনায় আনা হয়। তিনি সেখানে খেজুর গাছ দেখতে পান। খেজুর গাছ থেকে তাঁর মনে খুশির ঢেউ উঠতে থাকে। তিনি বুঝতে পারেন—এটাই সে শহর, যার সম্পর্কে আম্মুরিয়্যার পাদরি তাঁকে বলেছিলেন। তিনি তাঁর মনিবের অধীনে দাসত্বের জীবন কাটাতে থাকেন। অপেক্ষা করতে থাকেন সে সময়ের, কখন তাঁর সাথে সেই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ হবে।

একদিন তিনি খেজুর বাগানে কাজ করছিলেন। গাছের ওপর ওঠে খেজুর নামাচ্ছিলেন। হঠাৎ শুনতে পেলেন তাঁর মনিবের এক চাচাতো ভাই বলছেন, 'আল্লাহ বানূ কাইলা গোত্রকে শায়েস্তা করুন। আল্লাহর শপথ! তারা এখন মক্কা থেকে আগত এক ব্যক্তির চারপাশে জড়ো হয়েছে কুবাতে। তাদের ধারণা সে একজন নবি।' এ কথা শুনে তাঁর অন্তরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। তিনি মনে মনে ভাবতে লাগলেন—এ ব্যক্তিটাই কি সেই মহাপুরুষ? তা হলে কী সব প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে? আমি কি সত্যের কাছে পৌঁছে গেছি? চিন্তাগুলো তাঁর মনে এতটাই ঢেউ খেলতে থাকল যে, গাছ থেকে পড়ে যাবার উপক্রম হলো। তিনি দ্রুত গাছ থেকে নেমে এসে তাঁর মনিবের

চাচাতো ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী সংবাদ? উনি কে?'

তিনি দাস ছিলেন, তাই তাঁর কথা শুনে মনিবের চাচাতো ভাই রেগে গেলেন। কষে থাপ্পড় বসিয়ে দিলেন তাঁর গালে। ভুরু কুঁচকে জবাব দিলেন, 'এ দিয়ে তোর কী? যা! নিজের কাজে যা।'

দিন গড়িয়ে সন্ধে হলো। তিনি কিছু খেজুর হাতে রওনা হলেন সেই ব্যক্তিটির সাথে দেখা করা জন্যে, যার কথা তাঁর মনিবের মনিবের চাচাতো ভাই বলছিল। তিনি সে মহাপুরুষের কাছে গিয়ে বললেন, 'শুনলাম—আপনি একজন ভালো মানুষ। আর আপনার সাথে কিছু সাথি আছে যারা এ এলাকায় অপরিচিত। আমার কাছে কিছু সদাকার খেজুর আছে। মনে হলো এ অঞ্চলে আপনারাই হলেন এর হকদার। এই হলো খেজুর। এখান থেকে কিছু খান।'

তাঁর কথা শুনে সে মহাপুরুষ হাত গুটিয়ে নিলেন। সাথিদের ডেকে বললেন, 'তোমরা খাও।' তিনি মনে মনে ভাবলেন—আর্মূরিয়্যার পাদরি তাঁকে মহাপুরুষের যেসব গুণ বলেছিলেন, তার একটা পাওয়া গেল। এই ভেবে তিনি দ্রুত ফিরে গেলেন মনিবের বাড়িতে। খানিক সময় পর নিজের জমানো কিছু খাবার হাতে আবারও সে মহাপুরুষের কাছে এলেন। গিয়ে বললেন, 'একটু আগে দেখলাম, আপনি সদাকার জিনিস খান না। এটি উপহার। সদাকা নয়। এখান থেকে কিছু খান।' মহাপুরুষটি সে খাবার থেকে খানিকটা খেলেন এবং তাঁর সাথিদেরকেও দিলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি ভাবলেন—আর্মূরিয়্যার পাদরির দেওয়া দুটো বৈশিষ্ট্য মিলে গেল। সেদিনকার মতো ফিরে এলেন তিনি।

দিন কয়েক পর আবার সে মহাপুরুষের কাছে গেলেন কথা বলার জন্যে। তিনি দেখতে পেলেন, সে মহাপুরুষটি একটি লাশের পেছন পেছন যাচ্ছিলেন। তিনি চক্কর দিতে লাগলেন তাঁর পাশে। তাঁকে চক্কর দিতে দেখে সে মহাপুরুষ বুঝে ফেললেন—তিনি কী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তিনি তাঁর গায়ের চাদর নামিয়ে ফেললেন। মহাপুরুষের দু-কাঁধের মধ্যিখানের সীলমোহর এবার স্পষ্ট হলো। তা দেখে কান্নায় ভেঙে পড়লেন তিনি। অবিশ্যি এ কান্না দুঃখের কান্না নয়। এতদিন পর তিনি সত্যকে খুঁজে পেয়েছেন, এ কান্না ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ। তিনি তা খুঁজে পেয়েছেন, যা তিনি হন্নে হয়ে খুঁজেছেন। তিনি সে মহাপুরুষকে খুঁজে পেয়েছেন, যার জন্যে অপেক্ষা করেছেন বছরের-পর-বছর। প্রিন্স হয়েও দাসত্বের জীবন মেনে নিয়েছেন যার জন্যে, আজ তাঁর সামনে তিনি। এ দৃশ্যের প্রকৃত রূপটা আমি আমার লেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারব না। সে

সাধ্যি আমার নেই। তবে এই মুহূর্তে দু-লাইন কবিতা মনে পড়ছে, সেইটে উল্লেখ করছি :

বহু দেশ ঘুরে, বহু ক্লেশ পরে,
খুঁজে পেলেম তারে;
হৃদয় পটে, ভাবনার তটে,
রেখেছিলেম যারে।
বাড়াও হায়াৎ, করাও দেখা,
হে প্রভু দয়াময়—
এ প্রার্থনার পরে, দিনমান ভরে,
করিয়াছি অনুনয়।
ভাসিয়াছে মনে, ক্ষণে ক্ষণে,
তাহাঁর বিধুবদনখানি;
অশ্রু সে তো, গড়িয়েছে কত,
কেবলই আমি জানি।
সে মহামানবেরে, মদীনার পরে,
আজি করিলেম দরশন;
মম হিয়ার মাঝারে, বহিছে সজোরে,
শ্যামলকোমলসমীরণ।

একবার মানচিত্রটা হাতে নাও, এরপর দেখো—কোথায় পারস্য, আর কোথায় মদীনা। কতটা দূরত্ব এই শহর দুটোর মধ্যে। আর সে সময় তো দ্রুতগামী যানবাহনও ছিল না আমাদের মতো। গন্তব্য পথে ছিল সীমাহীন প্রতিকূলতা। এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, মাইলের-পর-মাইল সফর করেছেন তিনি। যার জীবন কেটেছে রাজকীয় মহলে, বাদশাহি হালতে, তিনিই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছেন। সত্যের আলোকিত পথ খুঁজে বেড়িয়েছে দেশ হতে দেশান্তরে। তিনি ছিলেন এমনই বীরপুরুষ, যিনি সত্যের কাছে আসার জন্যে বাজি রেখেছেন নিজের জীবনকে। আসলে বীরপুরুষরা এমনই

তিনি দ্রুত সে মহাপুরুষের কাছে গেলেন। উপুড় হয়ে নবুওয়তের সীলমোহরে চুমো খেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন—এ মহাপুরুষই তিনি, যার আগমনের কথা পাদরি তাঁকে জানিয়েছিলেন। ইনিই হলেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁর হৃদয় শিহরিত হলো। চোখ-মুখ ভিজে গেল চোখের জলে। তাঁর কান্না দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ বললেন, 'সালমান! এদিকে এসো।'

এই যা! বলেই ফেললাম—তাঁর নামটা। কী আর করার। আমি যার কাহিনি তোমায় শুনাচ্ছি, তাঁর নাম সালমান। সালমান ফারিসি। যিনি সত্যকে আলিঙ্গন করার জন্যে রাজকীয় জীবন পরিত্যাগ করেছেন। সত্যের স্বাদ আস্বাদন করার জন্যে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছে। সত্যকে খুঁজতে খুঁজতে মাইলের পর মাইল পথ পাড়ি দিয়েছেন যিনি। ক্লান্তি তাঁকে স্পর্শ করেনি। যিনি বিরতিহীন ছুটেছেন। ছুটেছেন সত্যের পথে।

নবিজির কাছে সালমান তাঁর ঘটনা খুলে বললেন। সাহাবারা বিস্মিত হলেন তাঁর ত্যাগের কথা শুনে। বিশাল মুক্তিপণ দিয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে আনা হলো তাঁকে। মুক্তি পেয়ে তিনি রাসূল ﷺ-এর কাছে চলে এলেন। সে থেকে মৃত্যু অবধি সত্যের ওপর অটল ছিলেন তিনি। শেষমেশ সত্যের জন্যে জীবনকে উৎসর্গ করে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।[১]

তুমি সেদিন আমায় 'কাছে আসার সাহসী গল্প' শুনিয়েছিলে। ওই যে, ক্লোজ আপের কাছে আসার সাহসী গল্প, মনে পড়েছে? তুমি যখন প্রেমিক-প্রেমিকার জেনার গল্পকে 'কাছে আসার গল্প' বলে চালিয়ে দিচ্ছিলে, তখন বড্ড মাথা ধরছিল আমার। কিন্তু তখন কিছুই বলিনি। এখন বলছি—প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে কোনো নারীকে ভালোবেসে যাওয়ার নেওয়ার নাম 'কাছে আসা' নয়। রবের দিকে ফিরে আসার নাম 'কাছে আসা'। সত্যকে আলিঙ্গন করার নাম 'কাছে আসা'। সত্যকে আপন করে পাওয়ার নাম 'কাছে আসা'। আমি জানি, প্রকৃত কাছে আসার স্বাদ তুমি অনুভব করোনি। কারণ তুমি কখনও সত্যকে আলিঙ্গন করতে চাওনি। হ্যাঁ, সত্যিই চাওনি। আল্লাহ ﷻ তোমাকে জন্ম দিয়েছিলেন মুসলিম ঘরে। সত্য সব সময় তোমায় হাতছানি দিয়ে ডেকেছে। তোমাকে আলিঙ্গন করতে চেয়েছে। কিন্তু তুমি! কখনও সেটা উপলব্ধি করতে চাওনি। কখনও বুঝতে চাওনি যে, ভুল পথে আছ তুমি। আর আমি যখন তোমাকে বোঝাতে চেয়েছি, তখন এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বের করে দিয়েছ।

১. ইবরাহীম আলি, সীরাতুন নবি ﷺ, পৃষ্ঠা : ৬০-৬৬।

আচ্ছা, এত কীসের অহংকার তোমার?

তোমার বাবা কি সালমানের বাবার চেয়েও বড়ো জমিদার?

সালমানের চেয়েও কি বেশি আদরের লালিত-পালিত হয়েছ তুমি?

নাকি রাজপুত্তুর তুমি?

তবে এত দাম্ভিকতা কোথা থেকে আসে?

সালমানরা যদি কষ্টের-পর-কষ্ট করে সত্যকে খুঁজে নিতে পারে, তবে তুমি কেন সত্যকে মেনে নিতে পারবে না? তুমি তো পারিবারিকভাবেই এ সত্যকে কাছে পেয়েছ। তবুও তুমি বেখেয়াল, উদাসীন। আমি জানি না, আর কবে তুমি ফিরে আসবে। বিশ্বাস করো, আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে তোমায় বেশি পরিশ্রম করতে হবে না। মাইলের-পর-মাইলে সফর করতে হবে না সালমান ﵁-এর মতো। দাসত্বের জীবন মেনে নিতে হবে না বিলাল ﵁-এর মতো। আরাম-আয়েশ সব ছেড়ে রাস্তায় নেমে যেতে হবে না মুসআব ইবনু উমায়ের ﵁-এর মতো। না, এমনটা করতে হবে না। ইবনু কায়্যিম ﵀ বলেন,

> "আল্লাহর কাছে তাঁর পাশে দারুস সালামে যেতে এগিয়ে এসো। সেখানে যেতে অত বেশি কষ্ট-ক্লেশ, দুঃখ-বেদনা, পরিশ্রম করতে হবে না। এটি তো সংক্ষিপ্ত ও সহজ পথ।... আর এ কাজ করতে তোমাকে খুব বেশি কষ্ট-ক্লেশ, দুঃখ-বেদনা সহ্য করতে হবে না। আর এটি কোনো কঠিন কাজও না... এটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ নয় যে, কষ্টকর হবে। কাজটি শুধু দৃঢ় সংকল্প, চূড়ান্ত নিয়তের—যা তোমার শরীর, মন ও গোপনীয় কাজকে আরাম দিবে। অতএব, যা-কিছু ছুটে গেছে তাওবার দ্বারা তা সংশোধন করবে এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সে কাজ করা থেকে বিরত থাকবে—এ ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প ও নিয়ত করো।... পরকালের তুলনায় এ ক্ষুদ্র সময়ে যদি তুমি তোমার রবের পথে চলো, তা হলে তুমি মহাসাফল্য ও মহাবিজয় অর্জন করবে। আর যদি প্রবৃত্তি, আরাম-আয়েশ, হাসি-তামাশায় জীবন কেটে দাও—যা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে—তা হলে পরকালে তোমাকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব পেতে হবে। (মনে রেখো) হারাম কাজ থেকে বিরত থাকা, আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্যধারণ করা ও প্রবৃত্তির বিপরীত কাজ করার তুলনায় সে আযাবের দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা ও বেদনা অত্যধিক কঠিন, শক্ত ও সর্বদা বিদ্যমান।"[২]

২. ইবনু কায়্যিম, মুহাম্মাদ ইবনু আবী বাকর, মুখতাসার আল-ফাওয়ায়িদ, পৃষ্ঠা : ২৮।

অধ্যায়

১২

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে

"এটা যদি তুমি বিশ্বাস করো যে 'আল্লাহ তোমাকে দেখছেন না', তবে তুমি কত বড়ো কুফরীতে লিপ্ত! আর 'আল্লাহ দেখছেন' এ বিশ্বাস নিয়ে যদি তুমি গোনাহে লিপ্ত হও, তবে কত কঠিন তোমার অবাধ্যতা, কত বড়ো তোমার হঠকারিতা! তুমি কত বড়ো অবাধ্য! কত বড়ো নির্লজ্জ!"

শাইখ খালিদ আর-রাশিদ

উপন্যাস-গল্প-কাব্যে অন্যতম অনুষঙ্গ হলো চাঁদ। চাঁদকে নিয়ে লিখা হয়েছে অগণিত কবিতা, গান। প্রায়শই চাঁদের সাথে তুলনা দেওয়া হয় প্রিয় মানুষটিকে। নবি ﷺ-কে চাঁদের সাথে তুলনা করে নজরুল লিখেছেন,

(ওরে) ও চাঁদ! উদয় হলি কোন জোছনা দিতে!
(দেয়) অনেক বেশি আলো আমার নবির পেশানীতে
(ওরে) রবি! আলোক দিস যতো তুই দগ্ধ করিস ততো,
আমার নবি স্নিগ্ধ শীতল কোটি চাঁদের মতো।[৫০]

আবার চাঁদের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো।
পাগল হাওয়া বুঝতে নারে, ডাক পড়েছে কোথায় তারে—
ফুলের বনে যার পাশে যায় তারেই লাগে ভালো।[৫১]

মজার কথা হলো, সৌরজগতে আরও ডজনখানিক চাঁদ আছে। কিন্তু রুপোলি জোছনা ছড়িয়ে দেওয়া চাঁদ একটিই। পৃথিবীর যে চাঁদ, সেটিই কেবল মায়াবী জোছনায় আকৃষ্ট করতে পারে। কিন্তু শুধু জ্যোৎস্না ছড়িয়ে দেওয়াই চাঁদের মুখ্য কাজ নয়, বরং প্রাণের বিকাশের জন্যে এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পৃথিবীকে নিজ অক্ষের ওপর ২৩০ ডিগ্রি কোণে হেলে থাকতে সাহায্য করে চাঁদ। পাশাপাশি পৃথিবীর ঘূর্ণনের হার কমিয়ে দেয় এবং জোয়ার-ভাটার সৃষ্টি করে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

৫০. নজরুল-রচনাবলী, বাংলা একাডেমি সম্পাদিত, ৭/৯১।
৫১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গীতবিতান, পৃষ্ঠা : ৩০৮।

হলো, পৃথিবীকে ২৩০ ডিগ্রি কোণে হেলে থাকতে সাহায্য করা। এটা না হলে পৃথিবীর তাপমাত্রা এমন সংকটময় হয়ে পড়ত যে, প্রাণের বিকাশ সম্ভব হতো না। জ্যোতির্বিদ জ্যাকুয়েস লাস্কার-এর মাধ্যমে জানা যায়—আমাদের জলবায়ুর স্থিতিশীলতার জন্য আমরা এক ব্যতিক্রমী ঘটনার কাছে ঋণী, আর তা হলো চাঁদের উপস্থিতি। তা ছাড়া প্রফেসর পিটার ওয়ার্ড-এর মতে, চাঁদ পৃথিবী থেকে যে দূরত্বে অবস্থিত তার থেকে আরেকটু নিকটে চলে এলে ভূপৃষ্ঠে ঘর্ষণের কারণে এমন তাপ উৎপন্ন হতো যে, ভূপৃষ্ঠই গলে যেত।[৫২]

এবার আমাদের পৃথিবীর কথা বলি। পৃথিবী প্রতিনিয়ত তার নিজ অক্ষের ওপর ঘুরে। ফলে চব্বিশ ঘণ্টাই পৃথিবীর কোথাও-না-কোথাও রাত থাকে। একে বলে আহ্নিক গতি। এই আহ্নিক গতি যদি না থাকত, তা হলে পৃথিবীরর একপাশে ছয় মাস সূর্যের আলো থাকত, অন্যপাশে থাকত অন্ধকার। আহ্নিক গতির কারণে সূর্যতাপের পর অন্ধকারের আগমন ঘটে। ফলে সালোক সংশ্লেষণ বন্ধ হয়ে যায়, শ্বসন প্রক্রিয়া শুরু হয়—যাতে কার্বন ডাই অক্সাইড-এর অভাব না হয় এবং অক্সিজেন কমে না যায়। আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে এ দুটির ভারসাম্য প্রয়োজন। যদি পুরো পৃথিবীতে ছমাস রাত আর ছমাস দিন থাকত, তা হলে সালোক সংশ্লেষণ আর শ্বসনের ভারসাম্য থাকত না। বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে পড়ত মানুষের জন্যে।[৫৩]

এই পৃথিবীটাই শুধু মানুষ বসবাসের জন্যে উপযোগী। আর কোনো গ্রহেই মানুষ বেঁচে থাকার মতো পরিবেশ নেই। না মঙ্গলে, না শুক্রে। কোথাও নেই। এই বসুধায় আল্লাহ ﷻ এমন বায়ুমণ্ডল দিয়েছেন, যাতে রয়েছে পর্যাপ্ত অক্সিজেন। এর পরিমাণ এত বেশি নয় যে, অন্যান্য গ্যাসের কার্যক্রমে বাধা দান করবে। বরং এটাকে রাখা হয়েছে একটা পরিমিত পর্যায়ে। আবার কার্বন ডাই-অক্সাইড-এর মাত্রা এমন রাখা হয়েছে, যাতে কোনো প্রাণের শ্বাস-প্রশ্বাস হুমকির মুখে না পড়ে যায়। অন্যদিকে এই পৃথিবী-নামক গ্রহটাকে বহিরাগত ক্ষয়ক্ষতি থেকে মুক্ত রাখার জন্যে দেওয়া হয়েছে ওজোন স্তর। এটা অনেকটা ছাঁকনির মতো কাজ করে।

পৃথিবী যদি সূর্যের আরেকটু কাছে থাকত, তা হলে তার অবস্থা হতো শুক্রের মতো। ধরণিকে মনে হতো যেন আগুনে সেঁকা বস্তু। আবার যদি এরে চেয়ে সামান্য কিছুটা দূরেও থাকত, তা হলে বরফে ঢেকে যেত গোটা দুনিয়া। অবস্থা হতো ঠিক মংগল গ্রহের মতো। কোনো প্রাণিই আর বেঁচে থাকতে পারত না। পৃথিবী থেকে সূর্যের

৫২. ডা. রাফান আহমেদ, অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়, পৃষ্ঠা : ৭৫-৭৬।

৫৩. জাকারিয়া মাসুদ, সংবিৎ পৃষ্ঠা : ২০৫-২০৬।

দূরত্বটাও একেবারে নিখুঁত। সূর্য আর পৃথিবীর দূরত্ব একেবারে খাপে-খাপ হওয়ার কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা খুব গরমও না, আবার অতি ঠান্ডাও না। যার কারণে পানি তরল অবস্থায় থাকতে পারে। আর যদি পানি তরল অবস্থায় না থাকতে পারত, তবে কোনো প্রাণ টিকে থাকতে পারত না। আবার গ্যালাক্সির দিক থেকে বিবেচনা করলে হিসেবেও পৃথিবীটা একেবারে যথাযথ অবস্থানে রয়েছে। কারণ এটা অবস্থান করছে সর্পিলাকার গ্যালাক্সিতে। এটা যদি সর্পিলাকার গ্যালাক্সিতে না হয়ে উপবৃত্তাকার গ্যালাক্সিতে অবস্থান করত, তবে পৃথিবী আদৌ পূর্ণতা পেত কি না, সন্দেহ আছে।[৫৪]

"আসলে তোমাদের প্রতি যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত, তবে অবশ্যই তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে।"[৫৫]

পৃথিবী, পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ, সূর্য-সহ সবকিছুর অবস্থান এতটাই নিখুঁত রাখা রয়েছে যে, এর চেয়ে সামান্য উনিশবিশ হলেই সমস্যায় পড়তে হতো মানুষকে। জীবনধারণ সম্ভব হয়ে পড়ত। সৌরজগতের সবকিছুকে আল্লাহ এমন অবস্থানে রেখে সৃষ্টি করেছেন, যাতে পৃথিবীতে মানুষ টিকে থাকতে পারে। প্রাণ খুলে নিশ্বাস নিতে পারে। আমরা হয়তো দামও দিই না, অথচ এমন জিনিসও নিযুক্ত করে রেখেছেন আমাদের কল্যাণের জন্যে। এভাবেই আল্লাহর অসংখ্য অনুগ্রহ ও দয়া নিয়ে এই পৃথিবী তার ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান টিকিয়ে রেখেছে। আর এই পৃথিবীর ওপর ভিত্তি করেই টিকে আছে মানবসভ্যতা।

যে আল্লাহ এতটা অনুগ্রহ দিয়ে, এতটা দয়া দিয়ে, এতটা নিয়ামাত দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন তোমাকে, আমাকে, আমাদের সবাইকে; সে আল্লাহর জন্যে কী করেছ?

আল্লাহর বিধানের ওপর বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানো ছাড়া আর উল্লেখযোগ্য কিছু করেছ কি তুমি?

দিওয়ালির দিন হিন্দু মেয়েটার সাথে আবির-রাঙা চেহারার সেলফিটা আপলোড করে Feeling crazy... স্ট্যাটাসটা যখন দিয়েছিলে, স্যাড রিয়েক্ট ছাড়া অন্য কিছু দেওয়ার মতো সাহস হয়নি আমার। আল্লাহর যমীনে থেকে, আল্লাহর নিয়ামাত ভোগ করে, আল্লাহর হুকুমবিরোধী কাজটা এভাবে বুক ফুলিয়ে জানা দিচ্ছ মানুষকে! এটা তোমার কেমন উন্মাদতা! পাপ করার পর সেটা আবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে

৫৪. ডা. রাফান আহমেদ, অবিশ্বাসী কাঠগড়ায়, পৃষ্ঠা : ৭৫।

৫৫. সূরা আল-বাকারাহ, (০২) : ১৬৪ আয়াত।

ছড়িয়ে দেওয়াটা যে কত বড়ো ধৃষ্টতা, তা তোমায় বলে বোঝাতে পারব না আমি।

> "আমার সকল উম্মাত ক্ষমা পাবে, (তবে নিজের পাপের কথা) প্রকাশকারী ব্যতীত। আর নিশ্চয়ই এটা অনেক বড়ো ধৃষ্টতা যে, কোনো ব্যক্তি রাতে অপরাধ করল—যা আল্লাহ (মানুষের কাছ থেকে) গোপন করে রাখলেন—কিন্তু ভোর হলে সে বলে বেড়াতে লাগল—হে অমুক! আমি আজ রাতে এমন কর্ম করে ফেলেছি।... আল্লাহ তার কর্ম (-এর ওপর পর্দা দিয়ে তা) গোপন রেখেছিলেন, আর ভোরে ওঠে সে তার ওপর থেকে আল্লাহর দেওয়া পর্দা খুলে ফেলল।"

সেদিন বন্ধুদের সাথে বসে 'জাস্ট ফ্রেন্ড' নামের একটা মেয়ের দেহ নিয়ে অশ্লীল সব মন্তব্য করছিলে আর হাসাহাসি করছিলে, মনে আছে? লজ্জায় সেখান থেকে উঠে গেছিলাম আমি। কিন্তু তুমি বলেই চলছিলে... গত পরশু তো ব্লু ফ্লিম দেখছিলে ক্লাসে বসে, হঠাৎ স্যার ধরে ফেললেন তোমায়। দূর থেকে আমি লজ্জায় মরে যাচ্ছিলাম, আর তুমি খিকিখিক করে হাসছিলে! আসলে অনবরত পাপ করতে থাকলে এমনই হয়—মানুষ লজ্জাহীন হয়ে পড়ে। ইবনু কায়্যিম ﵀ বলেছেন,

> "গুনাহ বান্দার লজ্জাকে দুর্বল করে ফেলে এমনকি তার অন্তর থেকে (লজ্জাকে) প্রায় সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করে ফেলে। মানুষ তার খারাপ অবস্থা জেনে ফেলবে—সে এটার পরোয়াই করে না। তারা তার ব্যাপারে (কে কী ভাবছে, সে বিষয়ে) সচেতনও হয় না... যখন বান্দা এরকম অবস্থায় পৌঁছে যায় তার মধ্যে আর সংশোধনের আকাঙ্ক্ষা জাগে না।"[৫৬]

গোনাহ মানুষের অন্তরে কালো দাগ সৃষ্টি করে।[৫৭] একের-পর-এক গোনাহ করতে থাকলে অন্তর এমন কলুষিত হয়ে যায় যে, বড়ো বড়ো পাপকেও খুব হালকা মনে হয়। পাপাচারটাই যখন নিত্যনৈমিত্তিক অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন কবীরা গোনাহ হয়ে যায় পান্তাভাতের মতো। ক্রমাগত পাপ করতে থাকলে পাপাচারী মুমিন থেকে আস্তে আস্তে আল্লাহদ্রোহী হয়ে যায় অনেক মানুষ। একটা সময় সে আর কোনো গুনাহকেই খারাপ মনে করে না। বরং সবচেয়ে নিকৃষ্ট অপরাধ করার পরেও লাইভে এসে বুক ফুলিয়ে বলে—'মুসলিম হয়েও এটা করা যায়। নো প্রবলেম!'

---

৫৬. ইবনু কায়্যিম, আল জাওয়াবুল কাফী, পৃষ্ঠা : ৬৯

৫৭. "বান্দা যখন কোনো গোনাহ করে, তখন তার হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যায়। কিন্তু সে যদি গোনাহ থেকে বিরত থাকে, ক্ষমাপ্রার্থনা করে এবং তাওবা করে, তবে তার (সে দাগ-পড়া) হৃদয় উজ্জ্বল হয়ে যায়। কিন্তু সে যদি (গোনাহের) পুনরাবৃত্তি করে, তবে কালো দাগ বেড়ে যায়। এমনকি সেটা তার পুরো হৃদয়ের ওপর প্রবল হয়ে ওঠে।" [তিরমিযি, মুহাম্মাদ ইবনু ঈসা, আস-সুনান, অধ্যায় : কুরআনের তাফসীর, হাদীস : ৩৩৩৪]

একটা বাস্তব ঘটনা বলি। ইউকে-তে থাকা এক বাঙালি ছেলে বিয়ে করেছে সাদা চামড়ার এক ফিরিঙ্গি পুরুষকে। বিয়ের ভিডিও অনলাইনেও ছেড়েছে ওরা। বাঙালি কুলাঙ্গারটা সাক্ষাৎকারে বলেছে, 'সে দেখিয়ে দিয়েছে—মুসলিম হয়েও সমকামী হওয়া যায়।' কত বড়ো স্পর্ধা তার! সমকামীতার মতো নিকৃষ্ট একটা কাজ করার পরও বলছে, মুসলিম হয়ে এটা করা যায়! নো প্রবলেম!

অনবরত পাপকাজ এভাবেই শেষ করে দেয় লজ্জাকে। অন্তরকে করে দেয় কলুষিত। সে অন্তর দিয়ে মন্দকে আর মন্দ বলে উপলব্ধি করা যায় না। ফলে লজ্জার কাজটাও নির্জলজ্জের মতো করে ফেলে মানুষ।

একদিন হয়তো দেখব তুমিও নুডিস্টদের মতো কক্সবাজার সৈকতে ন্যাংটো হয়ে সমুদ্রস্নান করার জন্যে আন্দোলন শুরু করবে শাহবাগে। নয়তো সমকামীতা বৈধ করার জন্যে রঙধনু পতাকা নিয়ে বৈশাখী শোভাযাত্রায় শরিক হবে কোনো বয়ফ্রেন্ডের হাত ধরে। গার্লস স্কুলের রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করার সময় সিগারেটে সুখটান দিয়ে মজা পাবে অনেক বেশি গুণে। কে কী বলল না বলল, সেটা নিয়ে থোড়াই কেয়ার করবে। ক্রমাগত অবাধ্যতা, পাপাচার, অশ্লীলতা তোমার মুখ দিয়েও হয়তো একসময় বের করবে—'মুসলিম হয়েও লিভ টুগেদার করা যায়, নো প্রব্লেম।'

একজন ব্যক্তির কথা কল্পনা করো। সে তার অফিসের বসকে চেনে। এও জানে, তার চাকরি থাকা না-থাকাটা ওই বসের ইচ্ছের ওপর নির্ভরশীল। কিছু বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে এই অফিস ছাড়া অন্য কোথাও চাকরি করার মতো সুযোগ নেই তার। এরপরও সে কারণে-অকারণে অবাধ্য হয় বসের। বস যদি ডানদিকে যেতে বলে, তো বামদিকে যায়। আবার যদি বামদিকে যেতে বলে তো ডানদিকে যায়। আচ্ছা, এই লোকটাকে তুমি কী নামে ডাকবে?

—নির্বোধ।

আরেকজন ব্যক্তি, যে জানে : আল্লাহই হচ্ছেন তার স্রষ্টা, আল্লাহর হুকুমেই সেল ডিভিশন প্রক্রিয়ায় জাইগোট থেকে তার জন্ম হয়েছে। তার যত শক্তি, ক্ষমতা, প্রাচুর্য—সব আল্লাহই তাকে দান করেছেন। সে এও জানে, আল্লাহ যদি না চান, তবে আর কেউই তাকে পরকালে মুক্তি দিতে পারবে না। কিন্তু এরপরও সে আল্লাহর অবাধ্য হয়। অন্যায়-অবিচার-অশ্লীলতায় জড়ায় প্রতিনিয়ত। আবার এসব পাপাচারকে জাস্টিফাই করে নিজের মনগড়া বহুবিধ যুক্তি দিয়ে। এই লোকটাকে তা হলে কী বলে ডাকা যায়?

—নির্বোধ।

—না, এই লোকটা শুধু নির্বোধ নয়দ। এই ব্যাটা একদিকে নির্বোধ, আরেকদিকে বড়ো জালিম।

—জালিম কেন?

—কারণ, সে জুলুম করেছে।

—জুলুম কী?

—জুলুম হলো কোনো জিনিসকে দিয়ে তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ (ফিতরাতবিরুদ্ধ) কাজ করিয়ে নেওয়া।

প্রত্যেকটি মানুষকে আল্লাহ ﷻ ইসলামি ফিতরাত দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন।[৫৮] প্রতিটি কোষকে তৈরি করেছেন মুসলিম হিসেবে। আর কোটি কোটি কোষের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে মানবদেহের প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। তাই প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করতে চায়—এটিই তাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি। কিন্তু যখন কোনো ব্যক্তি বড়াই দেখিয়ে আল্লাহর হুকুমকে লঙ্ঘন করে, সে তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে তাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ করতে বাধ্য করে। অথচ দেহের একটি কোষও আল্লাহর হুকুমের বাইরে কাজ করতে রাজি নয়। তো যে ব্যক্তি প্রতিটি ক্ষণে নিজের অস্তিত্বের ওপর ক্রমাগত এমন জুলুম করে যাচ্ছে, তার চেয়ে বড়ো জালিম আর কে হবে বলো?

"আর যারা আল্লাহর আইনসমূহ লঙ্ঘন করে, তাঁরাই জালিম।"[৫৯]

এই লোকটা শুধু জালিম-ই নয়, নিমকহারামও বটে।

—নিমকহারাম কেন?

—দাঁড়াও, বুঝিয়ে বলছি সেটা।

আজ যদি কেউ বাবার বৃদ্ধ বাবা-মা'র ভরণপোষণ করতে অস্বীকৃতি জানায়, তো সাথে সাথেই সবাই তাকে নিমকহারাম বলে গালি দেয়। কারণ, পিতা-মাতার আদর-যত্ন-ভালোবাসা পেয়েই সে বেড়ে ওঠেছে। বাবা-মা ওকে আগলে রাখার কারণেই ওর সুস্থ মানসিক বিকাশ হয়েছে। আর আজ সে বাবা-মার'র দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি

৫৮. নবি ﷺ বলেছেন, "প্রতিটি মানব-শিশুই ফিতরাত (ইসলাম)-এর ওপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদি, নাসারা অথবা অগ্নিপূজক বানায়।" [বুখারি, আস সহীহ, হাদীস : ১৪৪]

৫৯. সূরা আল-বাকারাহ, (০২) : ২২৯ আয়াত।

জানাচ্ছে। নিমকহারাম সে তো বটেই। তবে সে সত্তার হুকুমকে অগ্রাহ্য করলে তাকে কী অভিধায় অভিহিত করা হবে, যে সত্তা ওই বাবা-মা'র হৃদয়ে ভালোবাসা সঞ্চার করেছিলেন আর সে ভালোভাসা পেয়েই সন্তানকে বুকে আগলে রেখেছিল দুজনে? সে মহান রবের বিরোধীতা করলে তাকে কী নামে ডাকা হবে, যে প্রতিপালক প্রতিটা মুহূর্তে অক্সিজেন-সহ দামি-দামি সব নিয়ামাত বিনামূল্যে সরবারোহ করে তাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন? যিনি কখনও রোদ্দুর, কখনও বর্ষণ, কখনও শীতের পরশ কখনও-বা বসন্ত দিয়ে জীবনধারণের উপযোগী করে রেখেছেন এ ধরণিকে, তাঁর হুকুম অগ্রাহ্যকারীকে নিমকহারাম ছাড়া তাকে আর কীই-বা উপাধি দেওয়া যেতে পারে?

আর যে ব্যক্তি এর চেয়েও একধাপ এগিয়ে গিয়ে—আল্লাহর দেওয়া নিয়ামাতগুলোকে আল্লাহরই বিরুদ্ধে ব্যবহার করা শুরু করে, আল্লাহর দেওয়া আইন মানতে অস্বীকৃতিজ্ঞাপন করে, তবে তাকে কোন ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হবে? কোনো রাষ্ট্রের আইন মেনে চলতে কেউ অস্বীকৃতি জানলে তাকে যদি রাজদ্রোহী হিসেবে গণ্য করা হয়; তবে সে প্রতাপশালী বাদশাহর আইন মানতে যদি কেউ অস্বীকার করে—যিনি আসমান-যমীন-জান্নাত-জাহান্নাম-আরশ-কুরসি-সহ সবকিছু বানিয়েছেন—তবে তাকে কী নামে ডাকা হবে?

এই উত্তরের অপশনটা তোমার জন্যে ফাঁকা রাখলাম।

যে লোক আল্লাহর হুকুম-আহকামের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের জীবন পরিচালনা করে, সে শুধু সমাজেরই ক্ষতি করে না, নিজেরও ধ্বংস দেকে আনে। একদিকে সমাজের মধ্যে অশ্লীলতা-অন্যায়-পাপাচার ছড়িয়ে দেওয়ার কারণে মানুষ যেমন তাকে বদদুআ দেয়, তেমনই তার দেহের ওপর জুলুম করার কারণে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও তার প্রতি অভিযোগ করতে থাকে। এ অবস্থায় দিন কাটাতে কাটাতে যখন সে আখিরাতে উপস্থিত হবে, তখন দেহের প্রতিটা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর আদালতে তাকে বিদ্রোহী সাব্যস্ত করবে। তারা বলবে—'হে আল্লাহ! এই নিমকহারাম লোকটি আমাদের দিয়ে আমাদের ইচ্ছাবিরুদ্ধ কাজ করিয়ে নিয়েছে। আমাদের ফিতরাতের বাইরে গিয়ে জুলুম করেছে আমাদের সাথে। সে তোমার দ্রোহী কাজে আমাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক সাহায্য নিয়েছে। আজ তাঁর বিচার করো।'

> "শেষ পর্যন্ত যখন তারা জাহান্নামের নিকট পৌঁছুবে, তখন তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের ত্বককে বলবে,

‘আমাদের বিরুদ্ধে কেন সাক্ষ্য দিচ্ছ?’ উত্তরে তারা বলবে, ‘যিনি সবকিছুকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন, তিনি আমাদেরকেও (আজ) কথা বলার শক্তি দান করেছেন।’”[৬০]

কোনো কাজে আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার আগে বিষয়গুলো একটু স্মরণে রেখো। গায়ে প্রচণ্ড শক্তি আছে বলে হারামের মধ্যে ডুবে দুনিয়া কাঁপিয়ো না আপন-মনে; স্টেরয়েড নিয়ে ট্রাইসেপস্ ফুলিয়েছ বলে তা দেখিয়ে বেরিয়ো টি-শার্ট ভাজ করে; ললনাদের আকৃষ্ট করতে উল্কি এঁকো না দেহে। আল্লাহর দেওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর হুকুমের বাইরে কাজ করিয়ে, ক্রমাগত জুলুম কোরো না ওদের ওপর। আল্লাহর শপথ! কাল এ দেহের প্রতিটা সেল তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। প্রকাশ করে দেবে তোমার গোনাহগুলো। আল্লাহর আদালতে দাঁড়িয়ে এক এক করে সব বলে দেবে ওরা।

“(দুনিয়ায়) তোমরা এই ভেবে কিছু গোপন করতে না যে, তোমাদের কান, চোখ, ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না! তোমরা তো মনে করতে—তোমার যা করো, তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না। তোমাদের এই (ভুল) ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনে দিয়েছে।”[৬১]

তুমি কখনোই চাইবে না, মাস্টারবেশানরত অবস্থায় তোমার বাবা তোমায় দেখে ফেলুক। কারণ বাবার সামনে ন্যাংটো হওয়াটা যে সরমের কাজ, তা তুমি ঠিকই বুঝো। তবে কেন এটা বুঝো না যে, পর্ন দেখতে দেখতে আল্লাহর সামনে ন্যাংটো হয়ে মাস্টারবেশান করাটা আরও সরমের কাজ? ভাই আমার! সবাইকে ফাঁকি দিয়ে হয়তো দরজার ওপাশে গোনাহ করতে পারবে আরামমতো; কিন্তু আল্লাহর নজরকে ফাঁকি দেবে কীভাবে? কীভাবে আল্লাহর চোখ থেকে আড়াল করবে নিজেকে? এমন কোনো জায়গা কি তুমি খুঁজে পাবে, যেটা আল্লাহর দৃষ্টিসীমার বাইরে?

“কোনো দৃষ্টি তাঁর নাগাল পায় না বরং তিনিই সব দৃষ্টি নাগালে রাখেন। আর তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী ও সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল।”

কোনো জায়গা তো দূরে থাক, তোমার অন্তরের আকাঙ্ক্ষাও তো আল্লাহর আওতার বাইরে নয়। অন্তর দিয়ে যা কিছুই কল্পনা করো না কেন, সেটাও আল্লাহ জানেন।

---

৬০. সূরা ফুসসিলাত/হা-মীম-সিজদাহ, (৪১) : ২০-২১ আয়াত।

৬১. সূরা ফুসসিলাত/হা-মীম-সিজদাহ, (৪১) : ২২-২৩ আয়াত।

"আমিই মানুষকে সৃষ্টি করেছি, আর তার মন তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয়, তাও আমি জানি।"[৬২]

ভাই আমার! নিজের প্রবৃত্তি যখন গোনাহ করতে চায়, তখন আল্লাহর দৃষ্টির কথা স্মরণ করো। তোমার দৃষ্টি যতদিকে আপতিত হয়, তার মধ্যে আল্লাহর দৃষ্টিকে তুচ্ছ মনে কোরো না। ঘুণাক্ষরেও এটা ভেবো না, আল্লাহ তোমাকে পর্যবেক্ষণ করছেন না। দেখছেন না কিছু।

"অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের পর্যবেক্ষণে রেখেছেন।"[৬৩]

"তিনি তার বান্দাদের বান্দাদের সব খবর রাখেন, সবকিছু দেখেন।"[৬৪]

আল্লাহ সহনশীল, তাই সব দেখার পরও সহ্য করছেন। তাই তাঁর সহনশীলতা আর মহানুভবতার কারণে ধোঁকা খেয়ো না। ক্রমাগত পাপ করতে থাকার পরও যদি উন্নতির শিখরের পৌঁছে যাও, তবুও আত্মপ্রবঞ্চিত হোয়ো না। মনে রেখো, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাকে দেওয়া সামান্য অবকাশমাত্র।

"তোমরা কখনও মনে কোরো না যে, জালিমরা যা করে আল্লাহ সে ব্যাপের উদাসীন, আসলে তিনি তাদেরকে সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন, যে দিন (ভয়ে-আতঙ্কে) তাদের চক্ষু স্থির হয়ে যাবে।"[৬৫]

"আমি তাদেরকে শুধু এই জন্যে অবকাশ দিচ্ছি—যাতে তাদের পাপের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়, আর তাদের জন্যে রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।"[৬৬]

এই অবকাশের সময়টা পেরিয়ে গেলে ঠিক আগুনের শেকল দিয়ে পাকড়াও করা হবে। সে দিনটি এত ভীতিকর হবে যে, ভয়-আতঙ্কে বাচ্চা শিশুটিও বুড়ো মানুষের মতো হয়ে যাবে। মমতাময়ী মা ভুলে যাবে তার ছোট্ট সোনামণিকে। মানুষগুলো ক্রমাগত মাতলামো করতে থাকবে আযাবের তীব্রতা দেখে।

"সেদিন তুমি দেখবে প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী (মা) তার দুধের শিশুর কথা ভুলে যাবে

৬২. সূরা কাফ, (৫০) : ১৬ আয়াত।
৬৩. সূরা নিসা, (০৪) : ১ আয়াত।
৬৪. সূরা বানী ইসরাঈল, (১৭) : ৯৬ আয়াত।
৬৫. সূরা ইবরাহীম, (১৪) : ৪২ আয়াত।
৬৬. সূরা আলি ইমরান, (০৩) : ১৭৮ আয়াত।

এবং প্রত্যেক গর্ভবতী (নারী) গর্ভপাত করে ফেলবে; আর মানুষকে দেখবে মাতালের মতো, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়। বস্তুত আল্লাহর আযাব বড়োই কঠিন (যার জন্যে তাদের এমন অবস্থা হবে)।"[৬৭]

হে মিসকিন! সেদিন তোমার অবস্থা কী হবে?

৬৭. সূরা হাজ্জ, (২২) : ২ আয়াত।

অধ্যায়

১৩

সময়ের ভ্রান্তিতে টলো না, লড়াইটা কখনোই ভুলো না

"কিয়ামাতের দিন আল্লাহ আকাশমণ্ডলী গুঁটিয়ে নেবেন। অতঃপর আকাশমণ্ডলীকে তিনি ডান হাতে ধরে বলবেন, 'আমিই বাদশাহ। কোথায় প্রতাপশালী লোকেরা, কোথায় অহংকারীরা?' এরপর তিনি বাম হাতে সমস্ত যমীন গুঁটিয়ে নেবেন এবং বলবেন, 'আমিই বাদশাহ। প্রতাপশালী লোকেরা কোথায়? কোথায় অহংকারীরা?'"

[মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস : ৬৭৯৪]

'ইসলামফোবিয়া'—অতি পরিচিত একটা শব্দ। তবে এর বিষয়বস্তু অনেক পুরোনো।

যেদিন থেকে নবিজি ﷺ সত্যের বাণী প্রচার করা শুরু করেছিলেন, সেদিন থেকেই তার সূত্রপাত। নবিজির সত্যের দাওয়াতকে মুশরিকরা যখন বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন থেকেই ওরা ইসলামোফোবিয়া ছড়িয়েছে। আসলে মিথ্যের যে পাহাড়ের ওপর তারা রাষ্ট্রের ভীত স্থাপন করেছিল, মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাওয়াত তাতে ঝাঁকুনি দিয়েছিল প্রবলভাবে। নীতিহীন সমাজব্যবস্থার যে ছক তারা জিইয়ে রেখেছিল বছরের-পর-বছর ধরে, ন্যায় ও ইনসাফের ধর্ম ইসলাম এসে সে ছককে কুটিকুটি করে দিয়েছিল একেবারে। কুরআন এসে ধূলিসাৎ করে দিয়েছিল ওদের কাব্যসাহিত্যের অহমিকাকে। ইসলাম নিয়ে ওদের গা-জ্বালাটা দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। শত অত্যাচার মাত্রাহীন নিপীড়ন আর অবর্ণনীয় অত্যাচার সত্ত্বেও আল্লাহর রাসূল ﷺ ও তাঁর সাথিদের যখন সত্যের আদর্শ থেকে সরাতে ব্যর্থ হলো তারা, তখন থেকেই 'ইসলামোফোবিয়া' ছড়াতে আরম্ভ করল। 'মুহাম্মাদের অনুসারীরা টেরোরিস্ট, ওরা শান্তিপূর্ণ সমাজে বিভেদ দৃষ্টি করতে চায়, ঘরের কোনে বন্দি করে রাখতে চায় নারীদের, কুরআন মুহাম্মাদের বানানো কিতাব, ইসলামের রীতিনীতিগুলো বর্বর'—এগুলো নতুন কোনো কথা নয়। সবই মক্কার পৌত্তলিক কুরাইশদের বুলি।

একবিংশ শতাব্দীতে এসে কুরাইশদের আদর্শিক উত্তরসূরিরা সে পুরোনা-পন্থারই পুনরাবৃত্তি ঘটাতে শুরু করেছে। অবিশ্যি তারও কিছু কারণ আছে। একমাত্র ইসলামি ভাবাদর্শই যে পাশ্চাত্যের সাথে টেক্কা দিয়ে বিজয়ী হওয়ার যোগ্যতা রাখে, সেটা আমরা না জানলেও ওরা ভালোভাবেই জানে। ওদের মাথাচিকন বুদ্ধিজীবী স্যামুয়েল সায়েব অনেক আগেই বলেছেন :

"ইসলামি মৌলবাদ পশ্চিমাদের জন্যে মূল সমস্যা নয়; বরং সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন

সভ্যতার ধারক হওয়ার কারণে পুরো ইসলামটাই তাদের কাছে সমস্যার।”[৬৮]

এ শতাব্দীর কুরাইশদের আদর্শ যখন আল্লাহর দ্বীনের সাথে টক্কর দিতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন তারাও এর বিরুদ্ধে একত্র হয়ে মাঠে নেমেছে। সম্মুখ সমরে তো বটেই, লড়াই করে যাচ্ছে পর্দার আড়াল থেকেও। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করছে এর পেছনে। যুক্তরাষ্ট্রের Center for American Progress-এর একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ২০০১-২০০৯ পর্যন্ত ইসলামোফোবিয়া ছড়ানোতে নিয়োজিত দলগুলো ৪২.৬ মিলিয়ন ডলারের বেশি অনুদান পেয়েছে।[৬৯]

টাকায় নিলে সংখ্যাটা কত দাঁড়াবে?

প্রায় সাড়ে তিন শ কোটি।

সম্প্রতি আরও বেড়েছে এ অনুদানের পরিমাণ। ২০১৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Berkeley Center for Race & Gender এবং CAIR-এর একটি যৌথ গবেষণায় দেখা যায়, ২০০৮-২০১৩ পর্যন্ত ইসলামোফোবিয়া ছড়ানোতে নিয়োজিত দলগুলো অনুদান পেয়েছে ২০৫ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি।[৭০] এগুলো ব্যয় করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ‘ইসলামোফোবিয়া’ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে, যাদের মূল কাজই হলো বিশ্বে ‘ইসলামভীতি’ ছড়িয়ে দেওয়া।[৭১] এটি যদি শুধু যুক্তরাষ্ট্রের পরিসংখ্যান হয়, তা হলে গোটা বিশ্বে কী পরিমাণ নেটওয়ার্ক ইসলামবিদ্বেষ ছড়ানোর কাজে যুক্ত আছে?

এ তো গেল পর্দার আড়ালের কথা। সম্মুখ সমরের অবস্থা তো আরও ভয়াবহ। Brown University’s Watson Institute of International and Public Affairs-এর একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, অ্যামেরিকা ‘war on terror’-র পেছনে এ যাবৎ ব্যয় করেছে ৫.৯ বিলিয়ন ডলার। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ Joseph E. Stiglitz এবং হার্ভার্ড এর লেকচারার Linda J. Bilmes এর মতে—শুধুমাত্র ইরাক যুদ্ধে ২ ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি খরচ বহন করতে হয়েছে অ্যামেরিকাকে।[৭২] এ যুদ্ধে

৬৮. Samuel P Huntington, The Clash of Civilizations, pp.217-218

৬৯. https://www.americanprogress.org/issues/religion/report/2011/08/26/10165/fear-inc/

৭০. https://www.theguardian.com/us-news/2016/jun/20/islamophobia-funding-cair-berkeley-report

৭১. https://www.theguardian.com/us-news/2016/jun/20/islamophobia-funding-cair-berkeley-report

৭২. https://www.reuters.com/article/us-iraq-war-anniversary/iraq-war-costs-u-s-more-than-2-trillion-study-idUSBRE92D0PG20130314

প্রতিদিনের ব্যয় ছিল ৭২০ মিলিয়ন ডলার।[৭৩] ইরাক, আফগান, পাকিস্তান-সহ গড়পড়তায় ৭৬টি দেশ আক্রমণ চালিয়ে প্রায় ৬ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে ওরা। যাদের বেশিরভাগই সিভিলিয়ান।[৭৪]

শান্তির ফেরিওয়ালা অ্যামেরিকার এই রূপটা হয়তো তুমি খুঁজে দেখোনি কোনোদিন। শান্তিকামী অশান্তপরাধী এই দেশটি শুধুমাত্র ২০১৬ সালে মুসলিমবিশ্বে ফেলেছে ২৬ হাজারের বেশি বোমা।[৭৫] কিন্তু মেইনস্ট্রিম মিডিয়াতে হাইলাইড হয়নি নিউজগুলো। অথচ পান থেকে চুন খসলেই মুসলিমদের দিকে তেড়ে আসে অশান্তপরাধীর কুশান্তমিডিয়াদালালরা। ১০ লাখ উইঘুর মুসলিমকে কনসট্রাকশান ক্যাম্পে রেখে জোর করে সমাজতন্ত্র শেখানো হচ্ছে চীনে, শোকর খাওয়ানো হচ্ছে, রেইপ করা হচ্ছে নারীদের—কিন্তু এটা নিয়ে তেমন কোনো উচ্চবাচ্য নেই। অথচ কয়েক হাজার ইয়াজিদিকে বাঁচাতে একের-পর-এক বোমা ফেলে মসূল থেকে রাক্কা সমান করে দেওয়া হয়েছে। এখানে কিন্তু কুশান্তমিডিয়াদালালরা নির্বাক। নিশ্চুপ।

কেন?

কারণ ইসলামোফোবিয়া।

তুমি হয়তো শুনে অবাক হবে—যে ইসলামের বিরুদ্ধে তারা এত চক্রান্ত করছে, সে ইসলামই তাদের দেশগুলোতে সর্বাধিক বর্ধিষ্ণু ধর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রতি বছর শত শত অমুসলিম ইসলামে প্রবেশ করছে নিজের ইচ্ছায়। 'Islam is the fastest-growing religion in Europe' নামে প্রতিবেদন ছাপিয়েছে Pew Research Center. তারা বলছে—১৯৯০ সালে ইউরোপে (তুরস্ক বাদে) মুসলিমদের সংখ্যা ছিল ৩০ মিলিয়ন, যা ২০১০ সালে ৪৪ মিলিয়নে রূপান্তরিত হয়। এ সংখ্যাটা বাড়তে বাড়তে ২০৩০ সালে ৫৮ মিলিয়ন অতিক্রম করবে (ইন শা

---

৭৩. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/09/21/AR2007092102074.html

৭৪. https://www.businessinsider.com/the-war-on-terror-has-cost-the-us-nearly-6-trillion-2018-11

https://www.aljazeera.com/news/2018/11/wars-terror-killed-million-people-study-181109080620011.html

৭৫. https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/09/america-dropped-26171-bombs-2016-obama-legacy

আল্লাহ)।[৭৬]

যেদিন থেকে মুহাম্মাদ ﷺ এ দ্বীনের প্রচার শুরু করেছেন, সেদিন থেকেই চক্রান্ত চলছে ইসলামের বিরুদ্ধে। ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার খরচ করা হচ্ছে ইসলামের নাম নিশানা দুনিয়া থেকে মুছে ফেলার জন্যে। ছাপানো হচ্ছে হাজার হাজার পৃষ্ঠার ইসলামবিরোধী বই। ভাড়া করা হচ্ছে মুসলিম নামধারী গাদ্দারদের (যাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ইসলামি বটে কিন্তু মন-মগজ পুরোটাই ফিরিঙ্গিদের দখলে)। এসব গাদ্দারদের দিয়ে ইসলামের এমন রূপরেখা সমাজে প্রচার করা হচ্ছে, যার সাথে আল্লাহ-প্রদত্র ইসলামের কোনো যোগসাজশ নেই। ইসলামের বদলে ওরা 'ইজলাম' প্রচার করছে। শত শত অর্গানাইজেশান বিশ্বব্যাপী ইসলামবিদ্বেষী প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে নানাবিধ কৌশলে। পাথেয়, মুভ, রূপবান, কিংবা রংধনু নাম দিয়ে চাচুরতার সাথে ঢুকে যাচ্ছে আমাদের সমাজে।

কিন্তু বুমেরাং হয়ে যাচ্ছে ওদের সব পরিকল্পনা। অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র ব্যবহার করেও এই উম্মাহর ওপর জয়ী হতে পারেনি সাম্রাজ্যবাদী লুটেরার দল। ফিরিঙ্গিরা একসময় দাম্ভিকতা করে বলত—The sun never sits in the British empire. ওদের এই দাম্ভিকতার পরাজয় হয়েছে। ভেঙে খান-খান হয়ে গেছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। কিন্তু আরশে আজীমের অধিপতি মহান আল্লাহর সাম্রাজ্যে বিন্দুপরিমাণও হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনি। আর সে মহান আল্লাহই হচ্ছেন ইসলামের রব, যিনি এ দ্বীনকে বিজয়ী করার ওয়াদা করেছেন।

> "তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণরূপে উদ্ভাসিত করবেন, যদিও কাফিররা তা অপছন্দ করে। তিনিই তাঁর রাসূলকে প্রেরণ করেছেন হিদায়াত ও সত্য দ্বীন সহকারে—সকল দ্বীনের ওপর তা বিজয়ী করার জন্যে, যদিও মুশরিকরা সেটি অপছন্দ করে।"[৭৭]

ওদের সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে ইসলাম ঠিকই ওদের কানবরাবর প্রতিদিন পাঁচবার 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে আকাশ বাতাশ কাপিয়ে তুলছে। আসলে কাফিররা যতই শক্তিশালী হোক না কেন, আল্লাহর সামনে মাছির ডানার সমানও নয়। ওদের

---

৭৬. "The future of the global muslim population – Europe (excluding however Turkey and including Siberian Russia)" Pew Research Center. January 27, 2011.

http://www.pewforum.org/2011/01/27/future-of-the-global-muslim-population-regional-europe/

৭৭. সূরা আস-সফ, (৬১) : ৮-৯ আয়াত।

চক্রান্তগুলো মহাপ্রতাপশালী রবের কৌশলের সামনে তাসের ঘরের মতোই ক্ষণস্থায়ী। নাহ, বরং আরও দুর্বল!

> "তাদের অবস্থা হলো মাকড়সার মতো। সে ঘর বানায়, আর ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরই তো সবচেয়ে দুর্বল; যদি তারা জানত।"[৭৮]

যুগে যুগে ওরা চক্রান্ত করেছে, সামনে আরও করবে। কিন্তু শত চক্রান্তকে নস্যাৎ করে দিয়ে ইসলাম ঠিকই এগিয়ে যাবে সম্মুখ পানে। আহমাদ দিদাত ﵀ বলতেন,

> 'তোমাকে ছাড়াই ইসলাম বিজয়ী হবে। কিন্তু ইসলাম ছাড়া তুমি হেরে যাবে, হারিয়ে যাবে।'

আল্লাহর শপথ! তিনি এক বিন্দুও মিথ্যে বলেননি। ইসলাম এমন দ্বীন, যার ওপর তুমি জন্মগ্রহণ করেছিলে।[৭৯] তোমার শান্তি-কামিয়াবি-সফলতা সব ইসলামের মধ্যে। তোমাকে অবশ্যই শেকড়ের দিকে ফিরে আসতে হবে। একেবারে মূলে। যেহেতু ফিরতেই হবে, তাই গড়িমসি করে লাভ নেই কোনো। সময়ের ভ্রান্তিতে পড়ে নিজেকে আর আত্মপ্রবঞ্চিত কোরো না। দেয়ালে লেখা একটি স্লোগান মনে ধরেছিল খুব, তাই মুঠোফোনে ক্যামেরাবন্দি করেছিলাম সাথে সাথে। আমার খুব ইচ্ছে করছে সেটা তোমায় বলি :

সময়ের ভ্রান্তিতে টলো না
লড়াইটা কখনোই ভুলো না

আল্লাহ ﷻ কিয়ামাতের ময়দানে প্রতিটি মানুষকে পাঁচটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন, যার একটি প্রশ্ন হবে—'যৌবন কোন কাজে ব্যয় হয়েছে?' কাবার রবের শপথ! ওই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া কেউ এক-পা সামনে এগোতে পারবে না।

> "কিয়ামাত দিবসে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা হওয়ার আগপর্যন্ত আদম-সন্তান দু-পা আল্লাহর সামনে থেকে সরাতে পারবে না—(যার একটি প্রশ্ন হলো) যৌবন কীভাবে অতিবাহিত করেছে?"[৮০]

---

৭৮. সূরা আনকাবূত, (২৯) : ৪১ আয়াত।

৭৯. নবি বলেছেন, "প্রতিটি মানব-শিশুই ফিতরাত (ইসলাম)-এর ওপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতামাতা তাকে ইয়াহুদি, নাসারা অথবা অগ্নিপূজক বানায়।" [বুখারি, আস সহীহ, হাদীস : ১৪৪]

৮০. তিরমিযি, আস সুনান, হাদীস : ২৪১৬, আলবানি, আস সহীহা, হাদীস : ৯৪৬।

যদি যৌবনের সবটা সময় ক্যারিয়ারের পেছনেই ব্যয় হয়ে থাকে, তো কী জবাব দেবে সেদিন? কোন মুখ নিয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়াবে তুমি?

কিয়ামাতের সে ভয়াবহ মুহূর্তে সাত প্রকার মানুষকে আল্লাহ ﷻ আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন[৮১] :

১) ন্যায়পরায়ণ শাসক।

২) যে যুবক যৌবনে আল্লাহর ইবাদাতে নিমগ্ন থাকে।

৩) যার অন্তর সম্পৃক্ত থাকে মাসজিদের সাথে।

৪) যে দুই ব্যক্তি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই পরস্পর মহব্বত রাখে।

৫) সুন্দরী নারী অবৈধ মিলনের জন্যে ডাকলে যে ব্যক্তি বলে, 'আমি আল্লাহকে ভয় করি।'

৬) যে ব্যক্তি গোপনে সদাকা করে।

৭) যে ব্যক্তি আল্লাহকে স্মরণ করে নির্জনে চোখের জল ফেলে।

এই সাত প্রকারের ব্যক্তিরা কোনো ঝুটঝামেলার মুখোমুখি হবে না। হাউজে কাওসার পান করতে থাকবে নিশ্চিন্তমনে। সুবহানাল্লাহ! এই সাতটি বৈশিষ্ট্যই তোমার দ্বারা পূর্ণ করা সম্ভব। কিন্তু সে চেষ্টা কি আর করবে তুমি!

তুমি একবারও ভাবো না—তেজদীপ্ত যৌবন একদিন হার মানবে বয়সের ভারের কাছে?

একটা সময়ে শরীরের শক্তি কমে যাবে এলাকার সবচেয়ে দুষ্ট ডানপিটে ছেলেটার। হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে-পারা ব্যক্তিটাও মুটিয়ে যাবে বৃদ্ধকালে। রাতের-পর-রাত জেগে কাটানো ছেলেটা বার্ধ্যকে এসে বারবার ঢলে পড়বে ঘুমের-ঘোরে। বাহারি রঙের খাবার খেতে খেতে রেস্টুরেন্টের খাবার-তালিকা মুখস্থ করে ফেলেছিল যে কিশোর, তার পাকস্থলীও একটা সময় জাংফুড হজম করতে হিমশিম খাবে। একদিন সবাই হার মানবে বয়সের ভারের কাছে। তাই তো নবি ﷺ বলেছেন,

> "পাঁচটি বস্তুকে পাঁচটি বস্তু আসার পূর্বেই গনীমাত মনে করে মূল্যায়ন করো : বার্ধ্যকের পূর্বে যৌবনকে, অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে, দারিদ্রের পূর্বে প্রাচুর্যকে,

৮১. বুখারি, আস সহীহ, হাদীস : ১৩৪০।

ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং মৃত্যুর পূর্বে তোমার জীবনকে।"[৮২]

তুমি যুবক, অথচ অধিকাংশ সময়ই কাটিয়ে দিচ্ছ আল্লাহদ্রোহীতায়। বড়ো আফসোস তোমার জন্যে! ক্যারিয়ার-গার্লফ্রেন্ড-সিনেমা-ফেইসবুক-ইউটিউব ইত্যাদি নানান কাজে ব্যস্ত তুমি। তোমাকে যখন এ কথাগুলো মনে করে দিই, তুমি শুধু বলো—'যাক না কটা দিন। এখন যৌবন। এনজয় করার সময়। বিয়ে করি, ছেলেপেলে বিয়ে দিই, নাতি-নাতনি হোক; তখন নাহয় দেখা যাবে। এত তাড়া কীসের!' কতই-না হঠকারী চিন্তাভাবনা তোমার! তুমি যৌবনের মতো গুরুত্বপূর্ণ সময়টা রেখেছ নিজের আমোদ-প্রমোদের জন্যে, আর বার্ধক্যটা আল্লাহর জন্যে!—একজন মুসলিম হিসেবে এর চেয়ে আফসোসের বিষয় আর কী হতে পারে।

যৌবন তব করিলে পার অবহেলা-অনাদরে,
বৃদ্ধকালখানি রাখিয়া দিয়াছ মহান রবের তরে?
একি ছলনার-মাঝে সকাল-সাঁঝে পড়িয়াছ তুমি হায়,
পরপারে এসব ভোগাবে তোমায়, ভাবোনি কি নিরালায়?

ভাই আমার! অনেক তো হলো। আর কত? মিথ্যে মোহ আর নাটুকেপনা ঝেড়ে ফেলে এবার ফিরে এসো। সুপ্ত প্রতিভাগুলোকে গলা টিপে হত্যা কোরো না নিজ হাতে। তোমার মধ্যে যে সুন্দর কুঁড়িটা লুকোনো আছে, সেটাকে অবহেলায় অনাদরে বিনষ্ট হতে দিয়ো না। তাকে পুষ্প হতে দাও। এমন পুষ্প, যেটা নীরবে-নিভৃতে বেড়ে উঠবে। যার সৌন্দর্য, সুরভিত কোমল হাওয়া—বিমোহিত করবে সবাইকে। হয়তো কেউ তার পাপড়ি ছিঁড়ে নেবে, কেউ-বা তার স্রষ্টার প্রশংসা করবে। হোক না, তাতে কী। প্রাপ্তি তো সব ওপারে। যত পারো সুবাস ছড়িয়ে দাও। স্নিগ্ধ করো বিষাক্ত ধরণিকে। সুরভিত করো দূষিত পবনকে। মানুষ নিশ্বাস নিক প্রাণ খুলে। মন ভরে।

৮২. বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হাদীস : ১০২৪৮, আলবানি, সহীহুল জামে, হাদীস : ১০৭৭।